৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৩২ শ্রাবণ – ৬ ভাদ্র, ১৪৩১ ঃ ১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 42, 17 August - 23 August, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৃতীয়

মোদী সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল আগেই। এবার এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হল ৩ লক্ষ কোটি টাকার ছাড়পত্র দিল মন্ত্রিসভা। বড় প্রশ্ন, এর কিছুটাও কি বাংলায় আসবে?

রবিবার : আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক হত্যায় পুলিশ

গ্রেপ্তার করল সঞ্জয় রায় নামে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে। কিন্তু আত্মহত্যার তত্ত্ব, একাধিক দুষ্কৃতিসহ নানা ধোঁয়াশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও তীব্র হচ্ছে।

সোমবার : আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষকে সরানোর

দাবিতে রাজ্যে কর্মবিরতির ডাক দিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় রোগী ও তাঁদের পরিবার।

মঙ্গলবার : ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে আর জি কর

এবং মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে মৃত্যু হল দুই রোগীর। এছাড়াও দুর্ভোগে পড়েছেন সরকারি হাসপাতালে আসা অসংখ্য রোগী ও তাদের পরিজনরা। সরকারের তরফ থেকে ডাক্তারদের কাজে ফিরতে আবেদন করা হয়েছে।

বুধবার : মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে সময় দিয়েছিলেন ৭ দিন। সেই পুলিশেই

আস্থা হারিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট আর জি কর হত্যা কাণ্ডের তদন্ত ভার তুলে দিল সিবিআইয়ের হাতে। সঙ্গে দীর্ঘ ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন অধ্যক্ষকে।

বৃহস্পতিবার : কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ৭৮

তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ দেখল নারী অভ্যুত্থান। কোনো রাজনৈতিক ডাক ছাড়াই সমস্ত রাস্তার দখল নিল মেয়েরা। অভূতপূর্ব এই গণআন্দোলন বানচাল করতে হল হাসপাতাল ভাঙচুরও।

শুক্রবার : মর্মান্তিক ঘটনার চার পাঁচ দিন পর লালকেল্লার ভাষণে আর

জি কর হাসপাতাল কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে। কেন এতদিন চুপ করেছিলেন বা কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না তা অবশ্য খোলসা তিনি করেননি তিনি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নারী নির্যাতনের রোড ম্যাপ ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে

শক্তি ধর

পুজোর নামে দেবী পুজো যে ভারতবর্ষে একটা নিছক পুতুল খেলা তা প্রমান করে নারী নির্যাতনের রোডম্যাপ। বানতলা–ধানতলা থেকে হাথরাস–উন্নাও হয়ে কামদুনি–সন্দেশখালী ঘুরে নারীমেধ যজ্ঞের কালো ধোঁয়া পৌঁছে গিয়েছে আরজি করের চারতলার সেমিনার রুমে। সম্প্রতি আবার যুক্ত হয়েছে ৩০ জুলাইয়ের উত্তর প্রদেশের ঘটনা। এই কটি স্থানের নাম করলাম ইদানিং বহুচ্চারিত প্রতীক হিসাবে। সব জায়গার নাম বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ পাতার বই হয়ে যাবে। ন্যাশানাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরো বা এনসিআরবি–র রিপোর্ট বলছে ২০২২ সালে ভারতে নারীদের প্রতি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার, যার মধ্যে ধর্ষণের কেসের সংখ্যা ৮৫ হাজার। অর্থাৎ প্রতি ৫১ মিনিটে ঘটে চলেছে একটি করে নারী নির্যাতন। এই সংস্থা অভিযোগ পাওয়ার উপর ভিত্তি করে, এর চেয়ে অনেক বেশি অপরাধের

খবর এসে পৌছতেই পাবে না প্রশাসনের কাছে। অতএব, যে হাতে নারী মূর্তির পায়ে মা বলে অঞ্জলির ফুল দিচ্ছি সেই হাতেই প্রতিনিয়ত টিপে ধরছি নারীর গলা। এভাবেই উৎসবের নামে নেচে কুঁদে স্বাধীন ভারতবাসী কাটিয়ে দিল ৭৮টি বছর।যারা মনে প্রাণে পূজিত হওয়ার কথা অবশেষে রাতের পথে নামিয়ে আনতে হল তাদের। সেদিন আধো আলো আঁধারে মুষ্ঠীবদ্ধ হাত তোলা রমণীদের চোখ মুখগুলো চকচক করছিল পুরুষতন্ত্রকে পদানত করে খড়্গ হাতে ধেয়ে আসা করালবদনার মত।

অবনীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন ভারতমাতার রূপ, ঋষি বঙ্কিম তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পূজার বেদীতে। তাঁদের এই মাতৃভূমিতে পিতৃতন্ত্রের কি পৈশাচিক মত্ততা! মুক্তিযুদ্ধের সেনানীরা প্রাণ দিয়ে যে ভুখন্ডটি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, কথা ছিল সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, মানবাধিকার রক্ষিত হবে বহুমূল্য রত্নের মত। কিন্তু তা হল না। সব নীতিকে পিছনে ফেলে রাজনীতির নামে সমস্ত কিছু দখল করে নিল গুটিকয় মানুষ যারা হয়ে উঠল মানবাধিকারের চরম বিরোধী। নারী হয়ে উঠল ভোগ্য পণ্য।

তাই তো দেবী পক্ষের মাস দুয়েক আগে আসুরিক অত্যাচারে হারিয়ে গেল এক দেবী, তাই তো হত্যার পরে প্রচারিত হল আত্মহত্যার কাহিনী, তাই তো পুরুষাসুর অধ্যক্ষের হল সম্মানীয় পুনর্বাসন, তাই তো গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষার ভার যার হাতে সেই মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করলেন মানুষের চাহিদা, তাই তো প্রতিক্রিয়া এরপর পাঁচের পাতায়

রাস্তা দখলের ডাকে গ্রাম গঞ্জের মহিলারাও শামিল

মহিলাদের দখলে বাংলার রাজপথ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে অভয়ার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর গোটা রাজ্য তথা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৪ আগস্ট রাতের রাস্তা দখলের ডাক দিয়েছিল প্রমিলা বাহিনী। সেই ডাকে গ্রাম গঞ্জের হাজার হাজার মহিলারাও সামিল হলেন সকলকে অবাক করে দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৫ টি মহকুমাতেই রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে যেভাবে মহিলারা বিচার চেয়ে রাস্তা দখল করল তা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে গেছেন। উই নিড জাস্টিস ধ্বনিতে উত্তাল হয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দীপাঞ্চলও। আলিপুর সদর মহাকুমার বাটার মোড়, শ্যামপুর, বজবজ, বাওয়ালি, বাখরাহাট, নোদাখালি, ডোঙ্গারিয়া সর্বত্র রাত যত বেড়েছে মহিলাদের গর্জন তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বারুইপুরে পদ্মপুকুর মোড় থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত রাত ১২ টায় প্রায় দশ হাজার মহিলা রাস্তা দখল করে নেয়। জয়নগরেও একই চিত্র। নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘিতেও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই গর্জন করে উঠেছেন বিচারের দাবিতে। এই দৃশ্য দীর্ঘদিন দেখেনি আপামর বাঙালি তথা দেশবাসী।

মহিলাদের পাশাপাশি তরুণ ছাত্র সমাজকেও চোখে পড়েছে রাত দখলের ডাকে। মহিলারা বলছেন, আমরা আমাদের সুরক্ষা চাই। সেই সঙ্গে আরজিকর কাণ্ডের প্রকৃত অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও মহিলাদের নিরাপত্তা বারবার বিঘ্নিত হবে কেন।

অনেকে মনে প্রশ্ন ছিল রাত বারোটার সময় গ্রামগঞ্জের মহিলারা রাস্তা দখলের ডাকে সাড়া দেবেন তো? আমরা যখন রাস্তায় প্রতিবেদন করার জন্য বের হই রাত দশটার সময়ও বুঝতে পারিনি যে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অলিগলির রাস্তা মহিলাদের দখলে চলে যাবে। কাউকে কোন গাড়ি ভাড়া, টিফিন না দেওয়া সত্ত্বেও যেরকমস্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমীলা বাহিনী ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে তা একটা নজির বিহীন ঘটনা হয়ে থাকল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

আরও খবর তিনের পাতায়।

বারাসত হাসপাতালে বাড়ছে ক্যামেরা, হ্যালোজেন, পুলিশ

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণা: আর জি কর হাসপাতালে নিহত স্নাতকোত্তর মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্য তোলপাড়।

এমত পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উত্তর ২৪ পরগণার জেলা হাসপাতাল, যা সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে উন্নীত হয়েছে, সেই বারাসত জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের সুপার ড. সুব্রত মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন,' বারাসত মেডিকেল কলেজটা মূলত: হসপিটাল পার্ট। যেখানে রুগীদের চিকিৎসা করা হয়। সেটা ইনডোর। এখানে ভর্তি রুগী । আলাদা করে কিছু পরিবর্তন হয়নি। আর জি করে যেমন পাঁচতলা ছয়তলা বিল্ডিং, এখানে দোতলা বিল্ডিং। এই ইনডোরটাকেই মেডিকেল কলেজের ইনডোর হিসেবে রান করানো হচ্ছে। যখন আর জি করের মতন হবে, তখন দেখা যাবে। তবে আগামী চার–পাঁচ বছর এভাবেই থাকবে।

তিনি আরও বলেন, এই বিল্ডিংয়ে ডাক্তারদের যে ডিউটি রুম তা কনস্ট্রাকশনগত ভাবে সবটাই ওয়ার্ডের ভিতরে। যেমন মেডিসিন ওয়ার্ডের ভিতরে ডিউটি রুম, ছেলেদের ওয়ার্ডের ভিতরে ডিউটি রুম। গাইনি ওয়ার্ডের ভিতরে ডিউটি রুম। আর জি করে যেটা ওয়ার্ডের বাইরে, আমাদের এখানে তা ওয়ার্ডের ভিতরে। এটা আমরা কিছু করিনি। এটা আগাগোড়া এভাবেই আছে। যার ফলে, এখানে গেটে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটি গার্ড থাকে, আর ওয়ার্ডের ভিতরে রুগী, নার্সিং স্টাফ সহ অন্যান্য স্টাফ থাকে। তার ফলে কোনও সময়েই এই বিল্ডিংয়ে এইধরণের ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বীরভূমে বন্ধ বেসরকারি বাস

অভীক মিত্র : রাত দখলের পর রাস্তা ফাঁকা করার ডাক অর্থাৎ বনধ! এসইউসিআইয়ের শুক্রবারের ১২ বারো ঘণ্টা বনধের জেরে এবার বন্ধ বাস পরিষেবা যার প্রভাব পড়ল বীরভূম জেলাজুড়ে । শুক্রবার সকাল হতেই বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এসইউসিআইয়ের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে ধর্মঘট কীর্ণাহারের বাস মালিক ও কর্মচারীরা আরজিকর কাণ্ডকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্যের যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে সেবিষয়ে দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করে জানান, আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই। আগামীদিনে যাতে এধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্যই এই বন্‌ধের ডাকে সাড়া দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই আর পাঁচটা বন্ধের মতো এই বন্ধেও জনজীবনে প্রভাব পড়েছে কাজের তাগিদে রাস্তায় নেমে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা। এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে অটো টোটোর মত ছোট যানগুলিই। শুক্রবার সকালে বনধের সর্মথনে মুরারই এবং সিউড়িতে মিছিল করে এসইউসিআই। সিউড়ি,মুরারই,বোলপুর সহ জেলার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেসরকারি বাস। প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ময়ূরেশ্বর ১নং অঞ্চলের মল্লারপুর বাহিনা মোড়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিএম।

এরপর পাঁচের পাতায়

তুলসিবেড়িয়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই এখন রোগী

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ , চারিদিকে আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মদের খালি ও ভাঙা বোতল, পলিথিনের প্যাকেট, পানীয় জলের খালি প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের খালি বাক্স। প্রায় প্রত্যহ–ই বিষাক্ত সাপ ও বিছের দেখা মিলছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বিষাক্ত সাপ,বিছে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের কামড়ের আতঙ্কে আছেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করতে আসা রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজন থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মীরা। স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই এখন রোগী। এমনই চিত্র দেখা গেল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা

তথা উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লকের তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। আগের চিত্রটাই শুধু নয়, এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে ভেঙে পড়েছে সমগ্র চিকিৎসা পরিষেবাই।

জানা যায়, তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপর শুধুমাত্র তুলসীবেড়িয়া গ্রামের মানুষই নয়, এরপর পাঁচের পাতায়

শাসকদলের অনুগত শিক্ষকের দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মুচিশা হরিদাস কৃষিশিল্প বিদ্যাপীঠের শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া গলা ধাক্কা দিলেন পার্শ্ব শিক্ষক অশোক বৈরাগীকে। ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষার পর খাতা জমা নেওয়ার সময়। পার্শ্ব শিক্ষক অশোক বৈরাগী খাতা জমা দিতে একটু দেরি করায় ওই বিদ্যালয়েরই আরেক শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া ওই পার্শ্ব শিক্ষককে রীতিমত ধাক্কা দেন তারপরে ২ বার গলা ধাক্কা দেন। ঘটনায় হতচকিত হয়ে যায় পার্শ্বশিক্ষক। এই নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাটি সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়েছে। জানা যায়, ওই দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া নামে শিক্ষক চকমানিক অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। এর আগেও ওই শিক্ষক অনেক দাদাগিরি করেছেন বলে শিক্ষক–শিক্ষিকা মহলের অভিযোগ। ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা জানিয়েছেন তারাও এবারে রীতিমতো আতঙ্কিত। নিগৃহীত পার্শ্বশিক্ষক অশোক বৈরাগী জানান, তিনি অপমানে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তার মাথা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। সোমবারে এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্রমহলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হাতে প্লাকার্ড নিয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ছাত্রদের দাবি ওই শিক্ষককে ক্ষমা চাইতে হবে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া কোন মন্তব্য করতে চাননি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ মালিক জানান, যা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

তোলাবাজি হেল্প লাইন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে তোলাবাজি হেল্পলাইন চালু করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথাও কেউ ভয় দেখালে, টাকা চাইলে, সরকারি কাজে বাধা দিলে দলের অ্যান্টি ক্যারপশান হেল্প লাইন নম্বরে জানাতে বলেছেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'ছবি তুলে বা রেকর্ড করে ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭ (একডাকে অভিষেক) নম্বরে পাঠিয়ে দিন। আমরা পুলিশকে পাঠিয়ে দেব।' অভিযোগের সত্যতা থাকলে অভিযোগকারীকে পুরস্কৃত করার কথাও বলেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'গত ২ মাসে সাতগাছিয়া ও মহেশতলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে দলের নাম করে সরকারের বিভিন্ন কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। টাকা চাওয়া হচ্ছে। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।'

ঝাউতলা ফেরিঘাটে ভুটভুটির বদলে লঞ্চ চালানোর দাবি

ফেরিঘাটের চালচিত্র : ৩

কুনাল মালিক

বজ বজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে হুগলি নদী তীরবর্তী ঝাউতলা ফেরিঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলার মধ্যে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই ফেরিঘাট চলছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই ফেরিঘাট থেকে বাউড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হাওড়া জেলার প্রচুর মানুষও এই পথে যাতায়াত করে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু এই ফেরিঘাটটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ভাঁটার সময় ফেরিঘাট থেকে নিত্য যাত্রীদের অনেকটা পথ নদীর কাদা ভেঙে ফেরিঘাটে উঠতে হয়। মহিলারাও চরম সমস্যায় পড়েন। ফেরিঘাট থেকে একটা জেটি হলে খুব ভালো হয়। এই

ফেরিঘাটে কোন সুলভ শৌচাগারও নেই। লঞ্চের পরিবর্তে এই ঘাটে মোটর চালিত ভুটভুটি চলে। প্রচুর নিত্যযাত্রী মানুষের সঙ্গে মোটরসাইকেল ও অন্যান্য মালপত্র যাতায়াত করে এই নদীপথে। কিন্তু ভুটভুটির বহন ক্ষমতা কত সে ব্যাপারে কোন নজরদারি নেই। নেই নিত্যযাত্রীদের লাইফ জ্যাকেটেরও ব্যবস্থা। বর্ষা–বাদলের দিনে যে কোন সময় এই নদীপথে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সাধারণ মানুষদের দাবি এই ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ চালানো হোক। সেই সঙ্গে ফেরি ঘাটে সরকারিভাবে নজরদারির ব্যবস্থা করা হোক। বজবজ কালিবাড়ি ফেরিঘাট কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, ঝাউতলা ফেরিঘাট এর উপর ব্যাপক চাপ পড়ে। কিছুদিন আগেই সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাই অনেক নিত্যযাত্রী বলছেন, দুই জেলার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ঝাউতলা ফেরিঘাট কে সামগ্রিকভাবে সাজিয়ে তোলা হোক এবং অবশ্যই ভুটভুটির পরিবর্তে লঞ্চ চালানো হোক।

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 42, 17 August - 23 August, 2024

কাজের খবর

৪৬৪ অপারেটর ও ড্রাইভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুণে: কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের অধীন বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার ফোর্স ড্রাইভার মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট (অর্ডিনারি গ্রেড), ড্রাফটসম্যান, ড্রাইভার রোড রোলার, টার্নার, মেশিনিস্ট, অপারেটর এক্সাভেটিং মেশিনারি পদে ৪৬৪ জন ছেলে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য। ড্রাফটসম্যান: বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আর্কিটেকচার বা, ড্রাফটসম্যান শিপের ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৯.০০– ৯২৩০০ টাকা। শূন্যপদ :১৬টি (জেনা: ১০, তাজাঃ ২, ও.বি.সি. ২. তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। ড্রাইভার মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট (অর্ডিনারি গ্রেড) মাধ্যমিক পাশরা ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৯,৯০০– ৬৩,০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪১৭টি (জেনা: ২০৮, তাজাঃ ৬১, তঃউঃজাঃ ৩৬, ও.বি.সি. ৬১, ই.ডব্লু এস. ৫১)। অপারেটর এক্সকাভেটিং মেশিনারি (অর্ডিনারি গ্রেড) মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স বা, ডোজার /এক্সকাভেটর চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আবেদন করতে পারেন। ৬ মাস কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ১৮টি (ও.বি.সি. ১৪. তাজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)।

ড্রাইভার রোড রোলার (অর্ডিনারি গ্রেড) মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি (হেভি মোটর) বা, রোড রোলার চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আবেদন করতে পারেন। রোড রোলার চালানোর কাজে ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ। ২টি (ও.বি.সি. ১. তঃউঃজাঃ ১)।

টার্নার: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. আই.টি.সি. বা. এন.সি.টি.ভি.টি. থেকে টার্নার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকলে ও ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ। ১০টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ৩. তাজাঃ ১, ই.ডব্লু এস. ১) মেশিনিস্ট। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই., আই.টি.সি. বা, এন.সি.টি.ভি.টি. থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকলে ও ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ ১টি (জেনাঃ)। বয়স: ওপরের সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর বিভাগীয় কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৭৫ সেমি, ফুলিয়ে ৮০ সেমি আর অন্তত ৫০ কেজি ওজন। সিকিম, ত্রিপুরা-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার বাসিন্দারা লম্বায় ৫ সেমি ও ওজনে ২৫ কেজি ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ভালো চোখে ৬/১২ ও খারাপ চোখে ৬/৩৬ আর কাছের বেলায় ভালো চোখে ০.৬ বা, J2 ও খারাপ চোখে । বা. J6. ড্রাইভার পদের বেলায় চশমা ছাড়া দুচোখে ৬/১২ ভালো চোখে ৬/৬ কিংবা খারাপ চোখে ৬/৩৬। কাছের বেলায় চশমা ছাড়া ভালো চোখে ০.৬ বা, J2 ও খারাপ চোখে 1 বা, ১৪. মহিলারা কোনো পদেই আবেদনের যোগ্য নন।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। তাতে সফল হলে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। তারপর প্রাক্টিক্যাল টেস্ট হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ১০ মিনিটে এক মাইল দৌড়তে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে: www.bro.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

২৯১ ট্রেনি পারমাণবিক শক্তি দপ্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের রায়াতভাটা রাজস্থান সাইট স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি/অপারেটর ও স্টাই পেন্ডিয়ারি ট্রেনি (মেন্টেনার) পদে ২৯১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ক্যাটেগরি ।।: স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি (এস.টি. /টি.এম.)– মেন্টেনার (ইলেক্ট্রিশিয়ান/ ফিটার/ ইলেক্ট্রনিক্স/ ইন্সট্রুমেন্টেশন/ মেশিনিস্ট/ টার্নার/ ওয়েল্ডার) : অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান/ ফিটার/ ইলেক্ট্রনিক্স/ ইন্সট্রুমেন্টেশন /মেশিনিস্ট/ টার্নার/ ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট (অন্তত ২ বছরের) কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। ১ বছরের আই.টি.আই. কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২২,৫০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ: ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৮টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ব্লু.এস. ৩, প্রতিবন্ধী ২)। ফিটার ৫৪টি (জেনাঃ ২১, ই.ডব্লু.এস. ৫, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৭, প্রতিবন্ধী ৪)। ইলেক্ট্রনিক্স ১৪টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৭)।

ইন্সট্রুমেন্টেশন ২৬টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩, প্রতিবন্ধী ১)। মেশিনিস্ট / টার্নার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। ক্যাটেগরি ।।: স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি (এস.টি./টি.এন.)– অপারেটর: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মাধ্যমিকে ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২২,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫৩টি (জেনাঃ ৬১, ই.ডব্লু.এস. ১৫, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ২০, ব্যাকলগ প্রতিবন্ধী ১)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১১-৯-২০২৪"র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RR Site/HRM/04/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে প্রিলিমিনারি টেস্ট ও অ্যাডভান্সড টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১ ঘন্টার ৫০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: অঙ্ক -২০টি প্রশ্ন, বিজ্ঞান ২০টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ১০টি প্রশ্ন। অ্যাডভান্সড টেস্টে ২ ঘন্টার ৫০টি মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে :www.npcil-careers.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফী লাগলে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম ৭ জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট ল করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রে ৩১২ অনুবাদক নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট অফিস, রেলওয়ে বোর্ড, আর্মড ফোর্সের হেড কোয়ার্টার্স ও সাব-অর্ডিনেট অফিসে কাজের জন্য জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর ও জুনিয়র ট্রান্সলেটর পদে ৩১২ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। হিন্দি বিষয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইংরিজি বিষয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে হিন্দি অন্যতম বিষয় হিসাবে থাকলেও আবেদন করতে পারেন।হিন্দি মাধ্যমের যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ডিগ্রি কোর্সে ইংরিজি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকলেও যোগ্য। ইংরিজি মাধ্যমের যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ডিগ্রি কোর্সে হিন্দি। আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকলেও যোগ্য। যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইংরিজি ও হিন্দি বিষয় ডিগ্রি কোর্সে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। ওপরের সব ক্ষেত্রে হিন্দি থেকে ইংরিজির ট্রান্সলেশন সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে কিংবা হিন্দি থেকে ইংরিজিতে ট্রান্সলেট সংক্রান্ত কাজে ও ভাইস-ভার্সা সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।চা বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৪"র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৮-১৯৯৪ থেকে ১-৮-২০০৬"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি.

হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩, ও.বি.সি. হলে ১১) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০– ১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩১২টি। চাকরি হবে এইসব পদে: (ক) জুনিয়র ট্রান্সলেটর ইন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ সার্ভিস। (খ) জুনিয়র ট্রান্সলেটর ইন আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স, (গ) জুনিয়র ট্রান্সলেটর/জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর ইন সাব-অর্ডিনেট অফিস। (ঘ) সিনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর ইন সাব-অর্ডিনেট অফিস। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Combined Hindi Translator Examination, 2024 পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু"টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে অক্টোবর-নভেম্বরে। পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব-ভারতের এইসব কেন্দ্রে প্রথম : গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচি (৪২০৫), কলকাতা (৪৪১০), বেরহামপুর (ওড়িশা) (৪৬০২), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), কটক (৪৬০৫), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৯০২)। ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলঙ (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১)।

এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এই ২টি পার্টে: (ক) জেনারেল হিন্দি- ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল ইংলিশ -১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১২০ মিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। এই পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার পেন পেপার মোডের পরীক্ষায় থাকবে ট্রান্সলেশন ও প্রবন্ধ লেখা।

এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in <http://www.ssc.nic.in>

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://ssc.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ৪ কে.বি. থেকে ১২ কে.বি.র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে = সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি হয়ে যাবে। তখন ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা এস.বি.আই চালান / নেট ব্যাঙ্কিং/ ক্রেডিট কার্ড বা, ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা নগদে জমা দিতে চাইলে এস.বি.আই, চালান প্রিন্ট করে নেবেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নাম রেজিস্ট্রেশন করার ২৪ ঘন্টা পর ওই ফী"র টাকা স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারবেন। যাঁরা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন, তাঁরা নাম রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সঙ্গেই জমা দিতে পারবেন। এইভাবে টাকা জমা দেওয়ার পর আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করতে হবে। ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সাবমিট করলে তবেইনাম রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হবে। এরপর ওই কনফার্মেশন প্রিন্ট করে নেবেন। তখন ওই কনফার্মেশন ই-মেল করেও পাঠানো হবে।

প্রশিক্ষণ ও মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিতে এগিয়ে এলেন হস্তশিল্প পূর্বাঞ্চল অধিকর্তা সন্দীপ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবন বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান, এখানে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার পরিবার, বিশেষত জরি শিল্প, এই অঞ্চলে ঢাড্ডা নামে পরিচিত, সুন্দরবনের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও আর্থ্য সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। গ্রামের মহিলারা জরি শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের রুটি রুজির পথ বেছে নিয়েছে, কারণ আজ সুন্দরবনের গ্রামে পুরুষদের কোন কাজ নেই। কাজের সন্ধানে বহু পুরুষ ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে। তাই সংসার চালাতে এক প্রকার বাধ্য হয়ে মহিলারা একদিকে বাগদার মিন ধরা, অন্যদিকে জরি শিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে , এক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বেশিরভাগ হস্তশিল্পীরা কারণ কিছু মধ্যসত্ত্ব মানুষ মাঝখান থেকে শ্রমিকের মজুরিতে ভাগ বসাচ্ছে । এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্ণধার সুন্দরবনের ভুমিপুত্র লোকমান মোল্লা কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডি ক্রাফট এর পূর্বাঞ্চল শাখার অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার এর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদেরকে পরিচয় পত্র সহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১লা আগস্ট ২০২৪। মিলন তীর্থ সোসাইটির ট্রেনিং হলে সুন্দরবন এলাকার পাঁচশত হস্তশিল্পীকে নিয়ে সচেতনতা শিবির ও পরিচয় পত্র সংক্রান্ত বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেন প্রবল বর্ষন উপেক্ষা করে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা তাদের নিজস্ব বানানো জিনিস নিয়ে উপস্থিত হন, কর্মশালার উদ্বোধন করে হস্তশিল্প উন্নয়ন পূর্বাঞ্চল অধিকর্তা সন্দীপ কুমার বলেন, হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনার হ্যান্ডি ক্রাফট এর পক্ষ থেকে যে সমস্ত হস্তশিল্পীরা আবেদন করবে তাদের পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ও মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থাসহ একাধিক সুবিধা হস্তশিল্পীরা গ্রহণ করতে পারবে। সুন্দরবনের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির ভূয়োসী প্রশংসা করে তিনি আরো বলেন সুন্দরবনের হস্তশিল্পীদের নিয়ে দীর্ঘদিন সুন্দরবনের প্রত্যান্ত এলাকায় কাজ করে আসছেন মিলন তীর্থ সোসাইটি আগামী দিনে আমাদের

পূর্বাঞ্চল রিজিওনাল অফিসের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের হস্তশিল্পীদের সমস্ত প্রকার সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন দেশের পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকার মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম, এখানে ধান চাষ ব্যতীত এক প্রকার কর্মসংস্থানের বিকল্প কোন পথ নাই, একাংশের মহিলা ও পুরুষ হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে বহু হস্তশিল্পী উৎসাহ হারাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের সংস্থা এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। রিজিওনাল ডিরেক্টর উপস্থিত হওয়ায় কিছুটা হলেও তার সুফল মিলবে বলে আশা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ,সুদর্শন দাস অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডি সি হ্যান্ডি ক্রাফট তিনি বলেন সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত শিল্পী আছে তাদের সর্বাগ্রে পরিচয় পত্র পাওয়া প্রয়োজন। এই কাজ করার জন্য বেশ কয়েকবার লোকমান বাবুর আহবানে আমি এখানে এসেছি ইতিমধ্যে সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এলাকায় কমবেশি ৬০০ জনের পরিচয় পত্র বা আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অটিজান কাট পেয়ে শিল্পী চন্দনা সাপুই ,মমতা মণ্ডল ও সালমা গায়েন রা খুবই খুশি তারা আমাদের প্রতিনিধিকে জানালেন আমরাই প্রথম আমাদের নিজেদের কাজের স্বীকৃতি পেলাম মিলন তীর্থ সোসাইটি জন্য।

আমরা ঢড্ডার কাজ করি, কিন্তু ন্যায্যমজুরি পাইনা, আশা করছি পরিচয় পত্র পাওয়ার পর আমরা নিজেরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই কাজ করব। এবং আমাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পথ কিছুটা হলেও সুগম হবে। সোসাইটি সম্পাদক অচিন্ত্য দিন্দা আমাদের প্রতিনিধি কে জানালেন সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় হস্তশিল্পীদের আইডেন্টিটি কার্ড করে দেওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০২৪

মেষ রাশি : উদাসীনতা বৃদ্ধি অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। মান-সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : লাল রঙের বস্ত্র পরিধান করুন।

বৃষ রাশি : সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার :গরুকে ঘাস খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সন্তানের জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পদোন্নতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : গুরুজনের আশীর্বাদ নিন।

কর্কট রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আর্থিক দিক দিয়ে সংসারে কষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। বিপদ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যেক রাত্রে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : বহুজাতিক সংস্থা বা চাকরি ক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভে বিলম্ব। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। শিল্পসত্তার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভ। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার :সবজি বা ফুল গাছের যত্ন নিন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত। ব্যবসায় অর্থ এলেও অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভবনা। অন্যমনস্কতার দরুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারানোর সম্ভাবনা।

প্রতিকার : নারায়ণ মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সফলতা এলেও অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। অন্যের প্ররোচনায় সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শত্রু জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। শিল্প সত্তার বিকাশ। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। বিপরুত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন।

প্রতিকার :হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : চাকরিক্ষেত্রে বিবাদের মধ্যে না জড়িয়ে পড়াই ভালো। পদোন্নতিতে শুভ ফল লাভ। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মের জন্য অপমানিত বোধ করতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হতে পারেন।

প্রতিকার : কোনো পুজারিকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ পরুন নতুবা চাকরিতে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা । অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা।

প্রতিকার : অবলাদের খাবার দিন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা বিশেষ করে ভাই বোনের সঙ্গে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধিতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার :রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্

ক্রাইম ডেস্ক

বজবজে গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : গত ৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার অন্তর্গত ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাসন্তী দাস মান্না নামে এক গৃহবধুর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনাচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই গৃহবধূর বয়স ২৫। তার বাপেরবাড়ি বিষ্ণুপুর থানার বাখরাহাট অঞ্চলে। প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের পর ফেসবুকের মাধ্যমে বজবজ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দদুলাল মান্না নামে এক যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয়। নন্দদুলাল মান্না এলাকায় নন্দু নামে পরিচিত। ওই মহিলা নন্দুর সঙ্গে ৬ মাস লিভ টুগেদার করে নন্দুর বাড়িতে। এর মধ্যে অভিযোগ নন্দদুলাল মান্না কয়েক লক্ষ টাকা ওই মহিলার পরিবারের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই বিবাহে সম্মত হচ্ছিল না। ওই মহিলার পরিবারকে চাপ দিয়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার মতো হাতিয়ে নেয় ওই নন্দদুলাল। প্রতিদিনই তাদের অশান্তি লেগে থাকতো। মাস তিনেক আগে পরিবারের চাপে ওই মহিলাকে বিবাহ করে নন্দদুলাল। কিন্তু কিছুতেই অশান্তি মিট ছিল না। বিষয়টি ওই মহিলা পাড়ার স্থানীয় ক্লাব এবং বজবজ পুলিশ ফাঁড়িতেও জানান। পুলিশের পক্ষ থেকে নন্দদুলালকে নোটিশ ধরানো হয়। রবিবারও যথারীতি ওই পরিবারের অশান্তির আগুন লাগে। রবিবার সকালেও ওই মহিলা পাড়ার স্থানীয় ক্লাবে অভিযোগ করেন যে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। তারপরে আবার ওই মহিলা বাড়িতে ফিরেও যান। একটু বেলার দিকে দেখা যায় নন্দদুলাল এবং তার বাবা নিথর গৃহবধূর দেহ লোপাটের চেষ্টা করছে। স্থানীয় মানুষজন তাদের আটকে রেখে গৃহবধূকে নিয়ে পৌর হাসপাতালে যায়। পৌর হাসপাতাল জানিয়ে দেয় যে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তারপর পুলিশ নন্দদুলাল এবং তার বাবাকে আটকে রেখে গৃহবধূর দেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। গৃহবধূর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষজনদের অভিযোগ, প্রতিদিনই ওই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত নন্দদুলাল এবং তার বাবা। এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে এলাকার মানুষজন।

এলাকা দখল ঘিরে সংঘর্ষে ধৃত ১

জাহেদ মিস্ত্রী : জয়নগরের খাকুরদহ বাজারে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় ১ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১১ আগষ্ট বিকেলে ওই বাজারের বেশ কিছু দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। কয়েকজনকে মারধর করা হয়। গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। গুলি কারও গায়ে না লাগলেও, মারধরে গুরুতর জখম হন ১ জন। বিজেপির অভিযোগ, বাজার দখল করতে স্থানীয় খাকুরদহ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ফারুক হোসেন হালদারের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। ফারুক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি বাজারে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এলাকায় প্রভাব বাড়াতে বিজেপির লোকজন আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল।' মারধরে জখম তরুণ মণ্ডল বলেন, 'আমি রাজনীতি করি না। আমাকে ফোন করে ডেকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কেন মারল জানি না।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। রাতেই খলিল শেখ নামে ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে ভাঙচুর, মারধরে যুক্ত ছিল বলে জানা গেছে। আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সিউড়ির স্কুলে ছাত্রকে মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার সিউড়ির এক বেসরকারি স্কুলে ছুটির সময় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে ওই স্কুলেরই ৩ জন ছাত্র মিলে মেরে সামনের তিনটে দাঁত ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। চিকিৎসক তিনটি দাঁত তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। অভিযুক্ত ছাত্রকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিস্কার করা হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। এরআগেও একাধিকবার জখম ছাত্রকে উত্যক্ত করতো ওই পড়ুয়ারা।

মাদকসহ গ্রেপ্তার ১ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : লক্ষাধিক টাকার তরল মাদক সহ গ্রেপ্তার ১ যুবক। ধৃতের নাম সাইফুল তরফদার। সাড়ে তিন লিটার নিষিদ্ধ মাদক সহ বারুইপুর থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।গতকাল গভীর রাতে বারুইপুর থানায় একটি গোপন সূত্রে খবর আসে, লক্ষাধিক টাকার তরল মাদক এক ব্যক্তি পাচার করছে কলকাতায়। তৎক্ষণাৎ বারুইপুর থানার পুলিশের একটি বিশেষদল জাল বেছায় অপরাধীকে ধরার জন্য। বারুইপুর সাউদান বাইপাস সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় সাদা পোশাকে পুলিশ জাল বিছিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বারুইপুর থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর এলাকা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়ে এক বাইক আরোহী। তার বাইকে থাকা একটি বড় বাজারের ব্যাগে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সবজিগুলো সরাতেই বেরিয়ে পড়ে ব্যাগ ভরতি সবজি বাজারের মধ্যে রয়েছে একটি ছোট ড্রাম, আর তাতে রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ লিটার তরল মাদক, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই তরল মাদক ফেন্সিডিল বলেই প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা।

বারুইপুরের মাছপুকুর এলাকার বাসিন্দা সাইফুল। উদ্ধার হওয়া তরল মাদক কলকাতায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল সে,বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

পূজালী আছিপুর রোডের অবস্থায় জেরবার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূজালী: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার পূজালী পৌরসভার পূজালী আছিপুর রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার জনগণ। পূজালী পৌরসভার স্টপেজ থেকে কিছুটা পরেই আছিপুর পর্যন্ত যে রোড চলে গেছে হুগলি নদীর দিকে সেই গুরুত্বপূর্ণ মূল রাস্তার বেহাল অবস্থা। এই রাস্তার উপরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি আরো চরম আকার নিয়েছে। এই পথে আছে সিএসসির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রচুর মানুষ এই পথে যাতায়াত করে রুজি রোজগারের জন্য। এছাড়াও এই মূল পথে প্রচুর অটো টোটো যাতায়াত করে। অফিস যাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর ছাত্রছাত্রীও এই পথে যাতায়াত করে। এলাকার সাধারণ মানুষদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা হোক। তা না হলে যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে

যেতে পারে। সামনেই দূর্গা পুজো আসছে এই রোডে অনেকগুলি বড় দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। দর্শনার্থীদের যাতে আসতে অসুবিধা না হয় তার জন্যও রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে পূজালী প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস বলেন, আসলে পূজালী আছিপুর রোডে বর্তমানে জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছে, সেই জন্য রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়েছে।। তবে রাস্তা সংস্কার করার জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার শুরু হয়ে যাবে। পুজোর অনেক আগেই রাস্তা মেরামত হয়ে যাবে মানুষের চিন্তার কোন কারণ নেই। ছবি : অরুণ লোধ

৫৪ লিটার কারমিনেটিভ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৪ লিটার কারমিনেটিভ সহ ছোট চারচাকা গাড়ি আটক করল লাভপুর আবগারি পুলিশ সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে চার চাকার চালককে। ৯ আগস্ট দুপুরে ৫ পেটি অর্থাৎ ১২০ বোতল কারমিনেটিভ নিয়ে নানুর থেকে কীর্ণাহার অভিমুখে যাচ্ছিল গাড়িটি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে, লাভপুর আবগারি পুলিশের ওসি রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বাহিনী নিয়ে কীর্ণাহার থেকে নানুরের রাস্তায় রওনা দেন এরপরই বালিয়ারা ও রামকৃষ্ণপুরের মাঝামাঝি স্থানে গাড়িটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই দাঁড়াতে বললে পুলিশের গাড়িকে রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে আর এতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটি গাড়িই আর তারপরেই আটক করা হয় কারমিনেটিভ ভর্তি গাড়িটি ও তার চালককে যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাসন্তীতে গণকনভেনশনে সরকারী নিষেধাজ্ঞা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সংবাদে প্রকাশ গত ২১ শে জুলাই দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসন্তীতে আহুত গণ কনভেনশন সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকাশ, অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহার জেলা শাসকের অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও আলিপুর মহকুমা শাসক ১৪০ ধারা জারী করে সভা করা এবং মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করে সমগ্র এলাকায় জন সাধারণের মনে সন্ত্রাস ও ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়।

৮ম বর্ষ, ১০ আগস্ট ১৯৭৪, শনিবার, ৩১শ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৩৮১

মন্দির বাঁধাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত কৃষ্ণরামপুর

অরিজিৎ মণ্ডল, মথুরাপুর: লোকসভা নির্বাচন মিটে গেলেও রাজনৈতিক অশান্তি অব্যাহত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের লক্ষ্মীনারায়ণপুর দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণরামপুরে আজ সকাল থেকে বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। বাঁশের টুকরো, লাঠি নিয়ে একদল তৃণমূল কর্মী–সমর্থক বিজেপি কর্মী–সমর্থকদে ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা। ভয়ে বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে প্রায় ৪০টি বিজেপি সমর্থক পরিবারকে বারে বারে বাড়িতে হামলা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের কর্মী–সমর্থকদের বিরুদ্ধে। পুলিশকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। মথুরাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পুলিশে সামনেও হুমকি, শাসানি চলছে বলে

বিজেপির অভিযোগ। অন্যদিকে, তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দাবি স্থানীয় একটি মন্দির বাঁধাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় এবং সেখানটায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা গাজুয়ারি করে মন্দিরটি নিজেদের দখলে করতে চাইছিল তা নিয়ে বাঁধা দিতে গেলে উল্টে কর্মী সমর্থকেরাই চড়াও হয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মারধর করে। বিষয়টি নিয়ে মথুরাপুর থানায় অভিযোগ দেয়ার হলে উভয় পক্ষের বেশ কিছু জনকে গ্রেফতার করেছে মথুরাপুর থানা পুলিশ। অন্যদিকে তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার জানান, ওই এলাকায় জমির গণ্ডগোল চলছে। আজ বিজেপি একটি ট্রাস্টের জমিতে বাড়ি করতে গিয়েছিল। তখন গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ায়। ২ গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, জমির দখল ঘিরে ২পক্ষের গণ্ডগোল। দুপক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে। মামলাও চলছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে।

তবে বিষয়টি নিয়ে মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের বিরোধী দলনেতা বলে এই ছবিটা শুধুমাত্র মথুরাপুরে নয় গোটা রাজ্য জুড়েই তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীরা বিজেপির উপরে হামলা চালাচ্ছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

বিষয়টি নিয়ে মথুরাপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জানায়, একটি জায়গায় ঘর বাঁধাকে কেন্দ্র করেই মূলত এই গণ্ডগোল যেখানটা বিজেপি পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের নাম জানানোর চেষ্টা করছে পারিবারিক বিষয় এখানে তৃণমূল কোন কিছুই করেনি।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় মথুরাপুর থানার পুলিশ উভয় পক্ষের বেশ কিছু জনকে গ্রেপ্তার করে গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে।

হুগলি জেলা পুলিশ ও গ্রামীণের গ্রামরক্ষী বাহিনীর সভা

সুব্রত মণ্ডল,সিঙ্গুর : হুগলি জেলা পুলিশ গ্রামীণের উদ্যোগে সম্প্রতি সিঙ্গুর পুলিশ লাইন সভাঘরে গ্রামীণ পুলিশ এলাকার সমস্ত থানার গ্রাম রক্ষীবাহিনী গুলিকে নিয়ে তাদের সুবিধা অসুবিধা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত সভা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাআশীষ সেন, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা।

সভাটি পরিচালনা করেন নোডাল অফিসার ডিএসপিডি অ্যান্ড টিপ্রিয়ব্রত বক্সী।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গ্রামরক্ষী বাহিনীকে আরও বেশি করে এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগের খবর রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে। এলাকার ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখতে হবে কোনও সমস্যা হলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থানার নোডাল অফিসারের নজরে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আনতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে।

জেলার নোডাল অফিসার থানা কমিটিগুলোকে মাসে অন্তত ২টি সভা করার পরামর্শ দেন ও তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি জেলা স্তরে অবগত করানোর জন্য বলেন।

চণ্ডীতলা থানা এলাকার গ্রামরক্ষী বাহিনীর যে সমস্ত মহিলা সদস্যা আছেন তাদের জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়ার জন্য জেলা পুলিশ সুপার পরামর্শ দেন।

জয়নগর পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ এসইউসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ একাধিক পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বাজে আচরণের অভিযোগ তুলে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালীর দ্বারস্থ হলো এসইউসিআয়ের বারুইপুর জেলা কমিটি। উল্লেখ্য, ১৮ জুলাই কালভার্টের কাজের জন্য বন্ধ থাকা জয়নগর কুলতলি রোডের বিকল্প রাস্তার দাবি এবং এই বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করার দাবিতে জয়নগর থানার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধে সামিল হন জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর ও কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে শতাধিক এসইউসিআই কর্মীরা। অভিযোগ পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে অবরোধ ও বিক্ষোভকারীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের জামিনে ছেড়ে ও দেওয়া হয়। এসইউসির দাবি, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার সহ ১৩ জন এস ইউ সি আই কর্মীদের সাথে বাজে আচরণ করেন আই সি সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা।তাই এর সঠিক বিচার চাই। গণ আন্দোলনের পথকে আটকাতে পুলিশ এত নির্মম কেন।এস ইউ সি আই দলের তরফে পুলিশ সুপার ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অবগত করেছেন বলে জানালেন।তবে এ বিষয়টি জয়নগর থানার তরফে মানা হয়নি।

দুর্ঘটনা

চট্টায় টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩

জাহেদ মিস্ত্রী : ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের চট্টা কালিকাপুর রোডের বেলতলার কাছে টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে দুমরে মুছরে যাওয়া টোটো থেকে চালক ও এক যাত্রীকে সহ বাইক আরোহীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় কালিতলা আশুতি থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের খোঁজ নেয়ার পাশাপাশি টোটো ও বাইক উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। রামদেবপুর থেকে টোটোয় এক যাত্রীকে নিয়ে চট্টায় যাবার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসে বাইক নিয়ে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। আহত বাইক আরোহীর নাম কমল উদ্দিন খান বাড়ি চট্টায় আহত টোটোই থাকা দুই জনের নাম সিরাজ আলী মোল্লা ও আতাব উদ্দিন মল্লিক বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত হাটবেড়িয়া এলাকায়।

কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের উদ্যোগে রোজগার মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা: আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও মন্ত্রে উজ্জীবিত তপশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষিবিকাশ শিল্প কেন্দ্রের মুখ্য আধিকারিক সৌমেন কোলে নিজের পরিধির বাইরে রাজ্যের হাজার হাজার বেকার ভাইবোনদের স্বপ্নকে সার্থক করতে এক ইতিবাচক পরিকল্পনা রূপায়ণ করেন। সেই পরিকল্পনার সার্থক পরিণতির প্রথম পদক্ষেপ রচিত হল রাজ্যের ঐতিহাসিক জেলা মালদহের গাজোল ব্লকে। সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন গাজোল ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন ও মালদা জেলা পরিষদের সদস্য দিনেশ টুডু।

১২ আগষ্ট গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে ছিল রোজগার মেলার শুভ সূচনা। অনুষ্ঠানে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকদের সঙ্গে দেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ী সংস্থার আধিকারিকেরা দিল্লি থেকে রোজগার মেলায় কর্মসংস্থান সংস্থার দুই ব্যাক্তিত্ব ড: বীরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ সুরি।

ক্লাস এইট থেকে এমবিএ স্তরের কর্মপ্রার্থীদের উপস্থিতি ছিল বাঁধ ভাঙা। এঁদের মধ্যে এদিন প্রায় ১০০ জন চাকরিপ্রার্থী সরাসরি ইন্টারভিউতে যোগ দেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের হোতা শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ সৌমেন কোলে বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার যুব কর্মপ্রার্থীদের কাজের অধিকারকে বাস্তবায়ন করার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের এক বিশাল অংশকে যুক্ত করার স্বপ্ন সার্থক করার লক্ষ্যে পৌঁছাব। আশা করি, প্রাথমিক পর্যায়ে পুজোর আগেই বেশকিছু কর্মপ্রার্থীর মুখে আমরা হাসি ফোটাতে পারব। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ২ আধিকারিক জানান, সৌমেন কোলের সুপরিকল্পিত কর্মযজ্ঞে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ব্লকের যোগদান রাজ্যকে নতুন দিশা দেখাবে।

একটি সমীক্ষা অনুসারে ভারতে ২০২২–২৩ অর্থবর্ষে ১৫ বছরের বেশি বয়সী ৩০.৫ শতাংশ মানুষ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের ঢেউ পশ্চিম বাংলাতেও আছড়ে পড়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্মের অস্তিত্ব সংকটের ছবিটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সরকারি চাকরি দিনদিন সংকুচিত হচ্ছে। তবু শহরের বেকার যুবসম্প্রদায় কিছু সুযোগ পেলেও গ্রামীণ বাংলার কর্মপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রান্তিক এলাকায় বসবাসের কারণে। বেসরকারি উদ্যোগে তাই কর্মসংস্থানের একটি উদ্যোগ নিচ্ছেন অনেক সংস্থা। দীর্ঘ ৩৪ বছরের সংস্থা কৃষিবিকাশ শিল্প কেন্দ্রের কাণ্ডারি হিসেবে সৌমেন কোলে হাল ধরেন। নতুন নামকরণ হয় তপশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ কেন্দ্র। নিরলস প্রচেষ্টায় সংস্থায় আজ ১০ হাজার কর্মী কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। সংস্থা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

উই ওয়ান্ট জাস্টিস... উই ওয়ান্ট জাস্টিস... উই ওয়ান্ট জাস্টিস...

জনতা দলের প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: জয়প্রকাশ জনতা দলের পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায়, স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এর সাথে সাথে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্লাকার্ড হাতে নিয়ে আর জি কর এর মহিলা ডাক্তারের নির্মম হত্যার দোষীদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদ জানান হয়। জনতা দলের সদস্যরা

জানান এ কোন সকাল, এতো রাতের চেয়েও অন্ধকার, যেন ১৯৭৫,এর সেই তানাশাহী ,বাংলায় নিয়ে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর দলতান্ত্রিক সরকার। হুগলি, তারকেশ্বর, বল্লভিপুরে প্রতিবাদ জানান জয়প্রকাশ জনতা দলের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, নদিয়াতে জেলা সভাপতি চিন্ময় ঘোষ, মুর্শিদাবাদে রাজ্য সম্পাদক মানিক দাস, বালুরঘাটে জেলা সভাপতি সজল অধিকারী, মেদিনীপুরে রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণ প্রসাদ সেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শ্যামল জানা, বীরভূমে দুখু রাউথ, পশ্চিম মেদিনীপুরে রাজ্য সম্পাদক দীপক দাস সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রাত দখল নিয়ে বীরভূমে স্বতঃস্ফূর্ত আড়োলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ আগস্টের রাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাত দখল শিরোনামে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হল বীরভূম জেলাজুড়ে।

লাভপুরে পথে নামে বয়স ও পেশা নির্বিশেষে কয়েকশো মহিলা–পুরুষ। প্রতিবাদে শামিল হয় অসংখ্য ছাত্র–ছাত্রীরাও। হাতে মোমবাতি নিয়ে লাভপুর নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল ঘুরে ফের নতুন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রতিবাদ কর্মসূচি। সন্ধ্যায় লক্ষীতলা থেকে শুরু করে কীর্ণাহার বাসষ্ট্যান্ড পরিক্রমা করে পুনরায় লক্ষীতলা মন্দিরে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর শঙ্খনাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয় কর্মসূচি। দুবরাজপুর ব্লক অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে পুনরায় ব্লক অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। বক্রেশ্বর, সিউড়ি, রামপুরহাট, সাইথিয়া, বোলপুর, মুরারই, নলহাটি এলাকাতেও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দলমত নির্বিশেষে পুরুষ মহিলারা।

গুপ্তিপাড়া রথ সড়কে প্রতিবাদের শিখা

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক খুনের প্রতিবাদে ও প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর সাজা দেওয়ার দাবি এবং নারী সুরক্ষার দাবিতে বুধবার রাত্রি ১১টায় গুপ্তিপাড়া রথসড়কে এলাকায় নাগরিক বৃন্দ জমায়েত হন। এই জমায়েতে নারী সুরক্ষার দাবি জানানো হয় ও নিহত চিকিৎসকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনও করা হয়।

এসইউসিআই'র ডাকা ধর্মঘটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এস ইউ সি আই এর ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ডায়মন্ড হারবারে। সকাল থেকে ফেরি, রেল ও যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও নিজেদের দোকান বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ধামুয়া রেল স্টেশনে রেল লাইনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এসইউসিআই কর্মী সমর্থকরা তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয় রেল পুলিশের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে রায়দিঘি ও বোলের বাজার রোড অবরোধ করে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় এস ইউসিআই কর্মী সমর্থকেরা। ধর্মঘট ব্যর্থ করতে মাঠে নামে শাসকদলের সর্মথকরাও।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০২৪

উই ওয়ান্ট জাস্টিস

আগস্টের ভরা শ্রাবণে দুই বাংলার মানুষের মন ভালো নেই। ভালো নেই ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা, যারা প্রতিনিয়ত আতঙ্কের শিকার, কখনো বা নির্যাতনের বলি। এপারে এক নির্ভয়া, অভয়া–তিলোত্তমার প্রতি সহনাগরিকদের নজির বিহীন সহমর্মিতা প্রকাশের পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও উৎকণ্ঠায় বঙ্গবাসী। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দুটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে।

রাধাগোবিন্দ করের নামাঙ্কিত শতাব্দী প্রাচীন হাসপাতালটিতে যে ন্যাক্কারজনকভাবে পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, দেশ এবং বিদেশের মাটিতেও সেই অভিঘাত পৌঁছে গেছে। সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে আরজি কর হাসপালের কীর্তি ও কেলেঙ্কারি ধরে ঘরে পৌঁছে গেছে। উঠে এসেছে নানা প্রভাবশালীদের সংযোগ। দ্রুত সিবিআই তদন্তের রিপোর্ট জানতে আগ্রহী দেশবাসী। রাজনৈতিক চাপানউতর, আন্দোলন, প্রতি আন্দোলনে উত্তাল রাজ্যে সাম্প্রতিক অনেক প্রতিবাদী আন্দোলনকে মনে করালেও, অভয়ার হত্যা প্রতি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। গত ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও যেমন পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে তা ঐতিহাসিক। কোনও রাজনৈতিক দলের আহ্বান নয় কিংবা ভালোমন্দ খাবার দাবার দিয়ে বা চাপ সৃষ্টি করে ব্রিগেড ময়দানের জমায়েত নয়, দেশবাসী ওই রাতে প্রত্যক্ষ করেছে মা–বোনেদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ভাষা। জ্বলন্ত মোমবাতি, মিছিল, ঘনঘন শঙ্খধ্বনি আর আরজি করের খুনিদের বিচার চেয়ে ওঠা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান শুধু কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ নয়, বঙ্গপোসাগর থেকে আরব সাগরের পাড়েও আছড়ে পড়েছে। চিকিৎসক নার্সদের পাশাপাশি সর্বস্তরে মানুষের এই প্রতিবাদের ভাষা দুষ্কৃতিরা পড়তে পেরেছিল বলেই আরজি করের ডাক্তার চিকিৎসাক প্রহরারত পুলিশ ও এমারজেন্সি বিভাগের বিভিন্ন অংশ হামলা করেছিল ওই মধ্যরাতেই। আদালতের হস্তক্ষেপে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেদিনের মধ্যরাতের আমজনতা শুধু প্রকৃত বিচার এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যই বাংলার রাস্তার মোড়ে, শহরে গ্রামে এমনকী পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত 'কন্যাশ্রী'দের কচিকণ্ঠে ধ্বনি উঠেছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ভারতময় ছড়িয়েছে বাংলার মেয়েদের এই দাবি।

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে আরো বেশি ধৈর্য্য ও সংযমী হয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জাগ্রত জনমতকে উপেক্ষা করলে জনমনে ভুল বার্তার পাশাপাশি আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সঠিক তদন্তে প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাক এটাই এই মুহূর্তের প্রার্থনা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

একমাত্র চেতন হয়েও কে অচেতনবৎ থাকেন, বহ্নি হলেও কে কখনও কিছুই দগ্ধ করে না, কে চন্দ্র– সূর্য্য না হয়েও সকলের একমাত্র প্রকাশক, কে সকলের জনক অথচ তার কোন জনক হয়ই না, কোন্ অণু সত্তা ও অসত্তা দুইই, কে দূরস্থ অথচ সুনিকটস্থ, কোন্ বস্তু কিছু না হয়েও পূর্ণ, চিদাকাশে কে নানা বিচত্র জগৎ সৃষ্টি করে, কে স্বস্থ ও জীবিত অথচ আত্মহারা, কোন্ অণুর ব্যপ্তি অসীম, কে আমি হয়েও আমি নই, কোন অণুর মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান অবস্থিত, সর্বত্যাগী কোন্ অণুকে ছাড়া কোনও কিছুর বিদ্যমানতা হয়ই না, প্রলয়ে লুপ্ত জগৎ কোন্ অণু হতে পুনরায় জাগরিত হয়, নিরাকার হয়েও কোন্ অণু অসংখ্য হস্ত–পদ বিশিষ্ট হয়, বর্তমানের সুদীর্ঘ কল্পকাল কোন্ নিমেষ মধ্যে অবস্থিত, কারক না হয়েও কে কারক হয়ে থাকে, নয়নবিহীন হয়েও কোন্ দ্রষ্টা নিজের আত্মাকে দৃশ্যাকারে দর্শন করে, কে যাবতীয় দৃশ্যের সংহার ক'রে নিজেকে অখণ্ডরূপে দেখে, কে নিজেকে দৃশ্য–দর্শন–দ্রষ্টা হিসাবে প্রকাশ করে, কোন্ বস্তু কিছু হতেই ভিন্ন নয়, কার ইচ্ছায় এক ও অদ্বিতীয় বস্তু ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়, দিক্–কাল ইত্যাদি রূপে অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও কে বিভাজিত হয়, অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে কে গমনশীল হয়, ক্ষুদ্র বীজে নিহিত বিশাল বৃক্ষের মত কোন্ বস্তুর মধ্যে ত্রিকালময় জগৎ রূপে যাবতীয় বিপুল ভ্রম নিহিত থাকে, অতিসূক্ষ্ম কোন্ বস্তুর মধ্যে চিন্ময় বিশ্বসকলের বিস্তৃতি সম্পন্ন হয়, তোমার মধ্যে কি এমন সার বস্তু আছে যার কারণে তুমি জনগণ–পালন কর। তোমরা দুজনে এই প্রশ্ন সমূহের সমাধান কর। সংশয়–প্রশ্নের উত্তর যে জানে না, সে পণ্ডিত উপাধির যোগ্য নয়। বশিষ্ঠ বললেন, কর্কটার উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয় পরমাত্মা সম্পর্কীয়। মন–বুদ্ধির অগম্য, নাম–রূপ বর্জিত যে আত্মরূপ চিদণু, তিনি আকাশ হতেও সূক্ষ্ম। ঐ চিৎ পরমাণুর মধ্যে বীজের অন্তরে বিশাল বৃক্ষের মত এই জগৎ সৎ ও অসৎ আকারে উদিত হয়। জগতের উদয় ও লয় থাকায় তা অসৎ, কিন্তু সর্বময়, সৎ, নিত্য আত্মায় জগৎ প্রতিবিম্বিত হয় বলে তা আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় এবং সত্তাবান হয়ে থাকে। যা বাহ্য, তা শূন্য বলে তা আকাশ নামে পরিচিত, আবার চিৎস্বরূপ বলে তাকে শূন্যও বলা যায় না, তাই আকাশ হলেও অনাকাশ, যা মন–বুদ্ধিরও অতীত। ঐ অনাকাশ কিছু না হয়েও চিদাত্মার সর্বময়তার কারণে অনন্ত অণু বলা হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

স্বাধীনতা পালন নয়, লালন চাই

নির্মল গোস্বামী

আমাদের স্বাধীনতার বয়স আর তিন বছর পর চারকুড়ি হবে। এতো দিন পর স্বাধীনতা উদযাপনে আর আগের মতো উৎসাহ–উদ্দিপনা থাকার কথা নয়। কিনদতু প্রতিটি ১৫ই আগষ্ট আমরা একই ভাবে একই আবেগে সরকারি বে–সরকারি ভাবে পালন করে আসছি। শহীদ স্মরণে বেদীতে মাল্যদান, আর দু চারজন শহীদের নাম করে দু চার কথা বলা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এই বাধাঁ ধরা ছকে প্রজন্ম অনুসারে পালিত হচ্ছে। সুভাস, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ, ভগত, গান্ধী–নেহেরু এঁদের পূজা করার দিন ১৫ই আগষ্ট।

এই যে পালনের ঘনঘটা চলছে বিরামহীনভাবে তার কারণ হল আমরা স্বাধীনতাকে লালন করি না। পালন করি মাত্র। যাদের অন্তরে গভীর শোক তাদের প্রকাশ হয় খুব সামান্য। আর যাদের অন্তরে শোকের গভীরতা কম, তার শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পাঁচজনকে দেখানো যে, সে কত শোকাতুর। দেশের স্বাধীনতা দিবস পালনটাও অনেকটা সেই রকম। কোটি কোটি টাকা রাজকোষ থেকে খরচ করে মহাআড়ম্বরে পালিত হয় স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি যেকোনও বিদেশী শাসক দ্বারা শাসিত নই। দেশের লোকই রাজাউজির হয়ে দেশ শাসন করবে। ১৯৪৭ খ্রীঃ শাসন ভার হস্তান্তরিত হয়েছিল, ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে। আম–জনতার তাতে কোন অধিকারটা রক্ষিত হল? ভোট দিয়ে তুমি নেতা নির্বাচন করবে। অর্থাৎ শাসক তুমি নির্বাচন করবে। এখানে প্রশ্ন উঠে শাসনের বিধি বদল হল কি? মাস্টার মশাই নিজের পছন্দ মতো বেত দিয়ে ছাত্রকে মারছে, আর এক মাস্টার মশাই ছাত্রকে বলল কোন বেতটা দিয়ে মারব তুই বেছে দে। দুই ছাত্রকে বেত্রাঘাৎ একই যন্ত্রণা দেবে। শাসনের বাঁধন যদি আলগা নাই হল তবে আর স্বাধীন কিসে? যে শাসনের রজ্জু দিয়ে ইংরাজরা বাঁধত সেই একই শাসন রজ্জুতে আমরা বাঁধা পড়ে আছি।

আমরা বলি স্বাধীনতা স্বেচ্ছার নয়, স্বাধীনতার সঙ্গে কর্তব্য বোধ জুড়ে রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। নাগরিকদের স্বাধীনতার উৎস হল দেশের সংবিধান। সেইখানেই যত নাগরিকদের অধিকারের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। এবং তার দোহাই পেড়েই আমরা স্বাধীনতার বড়ি করি বা দেশের নেতারা জনগণকে জানান দেয়। সংবিধান বা আইন যদি শুধু মাত্র কলার পাতায় লেখা হয়েই বিরাজ করে তাহলে আম জনতার স্বাধীনতা দেখভাল করবে কে?

কিছু বছর আগে পর্যন্ত দেশের প্রাচীন নাগরিকদের বলতে শোনা যেত যে ইংরেজ রাজত্বে আইনের শাসন ছিল, এখন নেই। স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত হল আইনের শাসন। স্বাধীন ভারতে যদি নেতারা আইন নিয়ে খেলা করার সুযোগ পায়, তাহলে বলতে পারি ইংরেজ রাজত্বে মানুষেরা বাশী স্বাধীন ছিল। তর্কের নিয়মে তাই হয়। এবং আশ্চর্যের বিষয় হল যে প্রায় চার কুড়ি বছর ধরে স্বাধীন ভারতে ইংরেজদের তৈরি ফৌজদারী আইন চলে আসছে। কানও শাসক তা পাল্টাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কেন বোধ করেন? বিদেশী শাসকদের দ্বারা প্রণিত আইন কি নাগরিকদের স্বাধীনতা সুরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ ছিল? না কি শোষণ শাসনের ভাল হাতিয়ার ভেবে দেশীয় শাসকরা এতদিন তা বলবৎ রেখেছে।

আবার বর্তমান সরকার যখন সেই আইন পাল্টে দিয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা করল–তখন বিরোধীরা রেরে করে বিরোধিতা করল। প্রশ্ন হল স্বাধীন দেশ কেনও পরাধীন যুগের আইন লাগু থাকবে? স্বাধীনতার প্রশ্নে শাসক বিরোধী মতভেদ থাকবে কেনও?

ইংরেজ রাজত্বে পুলিশ সন্দেহের বশে থাকে ইচ্ছা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় আটকে রাখত। স্বাধীন ভারতেও তাই আছে। পুলিশ মনে করলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডাকাতি কেসে বা গাঁজার কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। নিজের দলের লোককে অনুব্রত গাঁজা কেসে জেল খাটিয়েছে। তাহলে ৭৭ বছরের স্বাধীনতা আমাদের কি দিল? আমরা সত্যিই স্বাধীন কি? জানিনা নতুন ন্যায় সংহিতায় কি আছে? স্বাধীন ভারতের শাসকরা গদি দখলের লড়াই করতে করতেই ক্লান্ত হল। স্বাধীনতার লালন করল না।

বিরোধীরা প্রতিনিয়ত বলে চলেছে সিবিআই স্বাধীন নয়, ইডি স্বাধীন নয়, আবার রাজ্যের বিরোধীরা বলে সিআইডি স্বাধীন নয়, রাজ্যপুলিশ সরকারের দলদাস আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সময়ে সময়ে বলেছেন যে, বিচার বিভাগও স্বাধীন নয়– বিচার অর্থ দিয়ে কেনা যায়। এই যদি দেশের বিভিন্ন সংবিধান স্বীকৃত তদন্ত সংস্থার হাল হয়, তবে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে।

যারা বলেছে তারাও শাসকের ভূমিকা এক কালে পালন করেছে বা এখনও করছে। তারাও লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতার অমৃত বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই তারাই বলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নাকি বিনা দোষে জেলে পুরে দিচ্ছে বর্তমানের সরকার। যে আইনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বিনা দোষে জেল খাটতে হয়–তাহলে সেই আইনে সাধারণ মানুষ কতটা সুরক্ষিত? আর আইনের মাধ্যমে মানুষ যদি সুরক্ষা না পায় তাহলে কিসের স্বাধীনতা?

তাহলে কি বলতে পারি যে আমরা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করি। যার শাসক একমাত্র তারাই স্বাধীন বাকিরা স্বাধীন নাগরিকের সুবিধা নাও পেতে পারে। বাস্তব চিত্র তাই বলছে। জেল খাটা কোনও নেতই আর লজ্জা পায় না। তারা এবং তাদের সমর্থকরা ভাবে সরকার বিনা দোষে জেল খাটিয়েছে। তাহলে আইনের প্রতি আস্থা নেই। স্বাধীনতাও তাহলে নেই বলতে পারি।

শাসক দেশি কিংবা বিদেশি হোক শাসন শোষণকে টিকিয়ে রাখতেই তারা নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করে। ভারতের দেশি শাসক রাও সেই পথে হেঁটে এসেছেন। তাই তারাও স্বাধীনতার লালন করেননি এবং জনগণকেও সে পথে উদ্বুদ্ধ করেনি। শাসকরা নিজের মনেই বদ্ধ। তাই বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টিনি হয়তো বা সচেতন ভাবে নয়। তাই স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি হয়নি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত। আমরা প্রত্যেকেই শাসক আমাদের পরিবারে, পরিজনে, প্রতিবেশিতে। মানুষ ভাবে অপরকে স্বাধীনতা দেওয়া মানে নিজের অধিকারকে সংকুচিত করা। অধিকার ধরে রাখার চেষ্টা না করে, যদি অধিকার ছেড়ে দিয়ে ভার মুক্ত হয় মানুষ। তাহলেই সেই প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। অপরকে বাঁধা মানে তার পাহাড়রায় নিজেও বন্দি হচ্ছি পক্ষান্তরে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'জ্ঞান যেথা মুক্ত'– জ্ঞান অবশ্যই মুক্ত তার সাথে মুক্ততার জ্ঞানের চর্চার প্রয়োজন সাধারণ এবং শাসকের। তবেই স্বাধীনতার লালন হবে সমাজ রাষ্ট্রে। তখন আর পালনের জঁকের প্রয়োজন পড়বে না।

গ্রামাঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষা অত্যন্ত উদ্বেগজনক

শিক্ষার হাল / ১১

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

যাইহোক, এবার আমরা এ রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের ইংরাজী শেখার মান যাচাই করে দেখব।

সারণী : ৫	বিভিন্ন শ্রেণীতে শিশুদের ইংরেজি পাঠের দক্ষতা					
শ্রেণী	বড়হাতের লেটার পড়তে/চিনতে পারে না	বড়হাতের বর্ণ পড়তে পারে	ছোটো হাতের অক্ষর পড়তে পারে না	সাধারণ শব্দ পড়রে পারে	সহজ বাক্য পড়তে পারে	মোট
প্রথম	২৯.৯	১৮.৪	৩১.৯	১৬.৫	৩.৪	১০০
দ্বিতীয়	১৭.২	১৪.১	৩৬.৬	২৪.৪	৭.৪	১০০
তৃতীয়	১০.৫	১৩.৪	৩৫.৩	২৬.৩	১৪.৫	১০০
চতুর্থ	৬.৬	১০.৯	৩২.১	২৯.২	২১.৩	১০০
পঞ্চম	৭.২	৭.৬	৩১	২৯.৬	২৬.৭	১০০
ষষ্ঠ	৫.১	৬.১	২৯	২৯.২	৩০.৫	১০০
সপ্তম	৫.৭	৬.৩	২৫.৯	২৮.১	৩৪	১০০
অষ্টম	৩.৬	৪.৪	২৫.১	২৬.২	৪০.৯	১০০

উৎস: এএসইআর ২০২২, পৃ ২৪৯

'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান'– পশ্চিমচঙ্গের বহু মানুষ আজ একাজ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে এখনও এমন ধারণা পোষণ করেন। ফলে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার হাল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবশ্য শহরের সরকারি মাধ্যমের স্কুলগুলোতেও এই চিত্রের খুব একটা হেরফের হয়না, উপরের সারণী (৫) থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রথম শ্রেণীতে পাঠরত ১৯.৯ শতাংশ শিশু ইংরাজী বড় হাতের বর্ণমালা পড়তে জানে না বা চেনে না। আর ১৮.৪ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বড় হাতের লেটার পড়তে বা চিনতে পারে না। আবার প্রথম শ্রেণীর ১৬.৫ শতাংশ শিশু সহজ শব্দ পড়তে পারলেও ৩.৪ শতাংশ শিশু খুব সহজ বাক্য পড়তে পারে না। আর এই সহজ বাক্য পড়তে না পারাটা শ্রেণী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। পঞ্চম শ্রেণীর ২৬.৭ শতাংশ শিশু সহজ বাক্য পড়তে পারে না। আর অষ্টম শ্রেণীতে গিয়ে ৪০.৭ শতাংশ ছাত্র ছাত্রী সহজ বাক্য পড়তে পারে না। এই তো আমাদের 'এগিয়ে বাংলা'র চিত্র। প্রায় একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় নবম ও দশম শ্রেণীতে। এমনতো না যে হঠাৎ দশম শ্রেণীতে গিয়ে এই প্রায় অর্ধেক সরকারি বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা জাদুর কাঠি মাথায় ঠেকিয়ে দিল আর গড় গড় করে ইংরাজি বাক্য পড়া শুরু করে দিল। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমগ্র, দেশের সব বাচ্চারা এভাবেই প্রতি ক্লাসে পাশ করে যায় রাইট টু ফ্রি কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯ এর দৌলতে। হায়রে অভাগা দেশের আইন! এই আইনটি কোটি কোটি শিশুদের মানসিকভাবে পঙ্গু ছাত্র ছাত্রীতে পরিণত করার মোক্ষম রাজনৈতিক অস্ত্র ছাড়া আর বেশি কিছু বলে মনে হয় না।

এবার আমরা একটু দেখে নেব পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের টিউশান নির্ভরতা। নীচের সারণীতে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

উৎস : এএসইআর ২০২২, পৃ–২৪৯

সারণী : ৬	পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে প্রাইভেট টিউশান – ২০২২		
শ্রেনী	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে
প্রথম	৬৩	৬৪.৬	৬৩.১
দ্বিতীয়	৭১.৬	৭৫.১	৭২
তৃতীয়	৭৪.৯	৭৭.৯	৭৫.১
চতুর্থ	৭৭.৯	৮১.২	৭৮.২
পঞ্চম	৭৮.৪	তথ্য পাওয়া যায়নি	৭৮.৫
ষষ্ঠ	৭৭.৬		৭৭.৫
সপ্তম	৭৮.২		৭৭.৭
অষ্টম	৭৬.২		৭৬.২
মোট	৭৮.২	৭৮	৭৪.২

উপরোক্ত সারণী (৬) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে অতিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য টিউশান বাবদ (কত) অর্থ ব্যয় করতে হয় – তা সে সরকারি বিদ্যালয় হোক বা বেসরকারি হোক। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রথম শ্রেণির সরকারি বিদ্যালয়ের ৬৩.০ শতাংশ বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৬৪.৬ শতাংশ এবং সরকারি–বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৬১.১ শতাংশ শিশুকে টিউশান মাস্টারের কাছে পাঠাতে হয়। তাহলে একটি প্রশ্ন ওঠা এখানে খুব স্বাভাবিক নয় কি তাহল স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকারা কি বলেন? সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পাঠদান করার দক্ষতা নিয়ে এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আবার বিদ্যালয় পরিচালনা, সরকারের নজরদারি বা শিক্ষকের অপ্রতুলতা – এসব প্রশ্নও একদম এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এসব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের রাজ্যের ৭৪.২ শতাংশ সরকারি ও ৭৪.০ শতাংশ বেসরকারি বিদ্যালয়ের পিতামাতাকে টিউশানের জন্য প্রতিমাসে একটা যথেষ্ট বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়। তবে টিউশান পড়িয়ে, বিদ্যালয়ে পাঠিয়েও কিন্তু শিশুদের শেখার মান বৃদ্ধি ঘটছে না। তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

এবার আমরা দেখে নেব এই প্রাইভেট টিউশানের রমরমা বাজার ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কতটা প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে মানুষের চাহিদা ক্রমশ লাগাম ছাড়া হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া শিক্ষক সমাজকেও গ্রাস করেছে। যদিও শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। সরকারি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বেতন পেয়েও বহু শিক্ষক আজ নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে। যাইহোক অন্যান্য রাজ্যের প্রাইভেট টিউশানের চিত্রটা নীচের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণী: ৭	বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেনীর শিশুদের প্রাইভেট টিউশান নির্ভরতা (%) ২০১৮– ২০২২	
রাজ্য	২০১৮	২০২২
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৪.৯	১৭.৯
আসাম	১৮.৬	২৫.৩
বিহার	৬১.৬	৭১.৫
গুজরাট	১৪.৮	৯.৬
কেরালা	২৩.৫	২১.৫
মধ্যপ্রদেশ	১১	১৫
মহারাষ্ট্র	১১.৬	১৫
মনিপুর	৪৫	৫৩
ওড়িশ্যা	৫২.৯	৫৩.৬
রাজস্থান	৪.৫	৪.৬
ত্রিপুরা	৬৯.২	৬৮.৮
উত্তর প্রদেশ	১৫.৭	২৩.৬
পশ্চিমবঙ্গ	৭১.৮	৭৩.৯
ছত্তিশগড়	২.৭	৫.২
মিজোরাম	২.৯	৯.১

উৎস ঃ এএসইআর ২০২২, পৃ– ৫৪

উপরোক্ত সারণী (৭) থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ হল এমন রাজ্য যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীরা প্রাইভেট টিউশান পড়ে (৭৩.৯%)। ২০২২ সালে Schoolnet নামে একটি EduTech কোম্পানী 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিয়ান স্কুল এডুকেশন স্পেন্ডস্ ল্যান্ডস্কেপ নামে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে গড়ে এ দেশের অভিভাবকরা বছরে ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করে স্কুলের খরচ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রাইভেট টিউশান বাবদ। আর দেশের Tier one সিটিতে সেই খরচের পরিমাণ গড়ে ৪৩,০০০ টাকা এবং ছোটো শহরে, যেখানে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা সবে সবে গড়ে উঠেছে সেখানে অভিভাবকেরা বছরে গড়ে ২৯,০০০ টাকা ব্যয় করেন কেবলমাত্র বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউশান বাবদ (উৎস : 'Indian parents spend Rs. 32,000 Annually as Children's Education: Survey.' India Today, Web Desk, April 25,2022)। মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের দেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছেলে মেয়ে (২৫০ মিলিয়ন) প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশুনা করে। আর আমাদের দেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ান। যাইহোক উক্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে টায়ার ওয়ান শহরে গড়ে ১৯,০০০ টাকা, টায়ার টু শহরে ১৮,০০০ টাকা ও টায়ার থ্রি ও ফোর শহরে গড়ে ১৪,০০০ টাকা করে অভিভাবকেরা বৎসরে প্রাইভেট টিউশান বাবদ খরচ করে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়–পরবর্তী প্রাইভেট টিউশান, কোচিং ক্লাস বা টিউশান ক্লাসের জন্য। তাহলে রাজ্য সরকারের প্রদত্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক হাজার/বারোশো টাকা দিয়ে এ রাজ্যের মায়েদের সন্তানের টিউশানের টাকাটাও সম্পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবুও এ রাজ্যের অধিকাংশ মায়েরা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করার তাগিদে বিদ্যালয়ে পাঠান ও টিউশানের অর্থ বহু কষ্ট করে যোগাড় করেন। এতকষ্ট করার পরও কি পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা ঠিকঠাক শিখছে? একটু দেখে নেওয়া যাক বিগত চার বছরে (২০১৮'২২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা কতটা লেখাপড়া শিখল।

(ক্রমশ)

দেশ দেশান্তরে

প্রধানমন্ত্রীর পদ হারানোর সম্ভাবনা

সুমন্ত ভৌমিক

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের পদচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে একই আদালত রাজতান্ত্রিক দেশটির প্রধান বিরোধী দলকে ভেঙে দেন এবং দলের প্রাক্তন প্রধান পিটা লিমজারোয়েনরাতকে রাজনীতি থেকে এক দশকের জন্য নিষিদ্ধ করেন। প্রধানমন্ত্রী স্রেথার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি নৈতিকতার নিয়ম ভেঙে পিচিট চুয়েনবান নামের এক আইনজীবীকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া–সংক্রান্ত এক মামলায় দেশটির সাংবিধানিক আদালত চলতি সপ্তাহে রায় দেবেন। সেই রায়ের ওপর নির্ভর করবে স্রেথার পদে থাকা না—থাকা।

এই পরিস্থিতিতে স্রেথাকে বাঁচাতে পদত্যাগ করেছিলেন পিচিট। কিন্তু দেশটির সাংবিধানিক আদালত এখন মামলাটির শুনানি করতে রাজি। দেশটির সেনা সমর্থিত সিনেটররা মামলাটি করেছিলেন। পিচিট দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ধনকুবের থাকসিন সিনাওয়াত্রার পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে ২০০৮ সালে তার দুর্নীতিসংক্রান্ত এক অপরাধে পিচিটকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

থাইল্যান্ডে অতীতে সাংবিধানিক আদালত দ্বারা প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত হওয়ার উদাহরণ থাকলেও এবার তেমনটি নাও হতে পারে বলে মনে করেন দেশটির বিশ্লেষক থিতিনান পংসুধীরক। থাইল্যান্ডে বর্তমানে জোট সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্রেথার রাজনৈতিক দল 'ফেউ থাই পার্টি। স্রেথার দাবি, পিচিটকে ব্যাপক যাচাই–বাছাই করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার সেনাবাহিনী গতকাল শনিবার জানিয়েছে, তারা দেশটির প্রাক্তন একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে গ্রেপ্তার করেছে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোরা কোলি রাজধানী বানজুলের কাছে উনদুম ব্যারাকে জিএএফ সামরিক পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাক্তন এই সেনা কর্মকর্তার নাম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোরা কোলি। 'জঙ্গলার্স' নামে এক প্যারামিলিটারি ইউনিটের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল তাঁর। এই ইউনিটের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ করে আসছে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। প্রাক্তন এই পদস্থ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিন

উত্তরের আঙিনায়

জল ঢালতে গিয়ে মৃত ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিবের মাথায় জল ঢালতে যাবার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু অন্তত ৬ জনের। ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া গোটা বাগডোগরা নকশালবাড়ি এলাকায়। প্রসঙ্গত জানা গেছে, সকালে শিবের মাথায় জল ঢালবে বলে বেশ কয়েকজন ভক্ত পায়ে হেঁটে রাস্তার ধার দিয়ে সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে তাদেরকে ধাক্কা মারে। এরপরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজন ভক্তর। ঘটনার পর ছুটে আসেন এলাকাবাসী দমকল বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা। আহতদের প্রত্যেককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে সাত সকালে এমন দুর্ঘটনা কি কারণে ঘটলো সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এলাকাবাসীদের অনুমান গাড়িটির চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

শিলিগুড়িতে হাট বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ বছর পুরনো হাট বাস। তবে বর্তমানে খালি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এখন যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বাসটি ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র হাটে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়ে বাস ড্রাইভার জানিয়েছেন বর্তমানে বাসটি যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, শুধুমাত্র পণ্য পরিবহন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। সপ্তাহে চারদিন বাসটি জলপাই মোড় থেকে দুপুর ১ টার সময় যাত্রা শুরু করে। বাসের ভিতরে বসার সিট গুলি কাঠের তৈরি, সাধারণত বাসের মধ্যে বসার জন্য গদি সিট থাকে। কিন্তু এই বাসটিতে কাঠের সিট রয়েছে।

দুর্ঘটনায় স্বজন হারাদের পাশে থাকার আশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গতকাল ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরায় একটি সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে ৬ জনের প্রাণ। একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জংলি বাবার মন্দিরের পথে হেটে যাওয়া শিব ভক্তদের পিষে দেয়। গাড়িটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সব মহলেই। গতকাল এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ছুটে যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তিনি গতকালই জানিয়েছিলেন আমরা এই দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের পাশে রয়েছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ , দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ১৩ আগষ্ট সেন্টার ফর উইমেনস স্টাডিজ, শিলিগুড়ি কলেজ এবং এই কিউ এ সি দ্বারা সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির সহযোগিতায় স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং ভ্যাকসিনেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের ডাঃ সোহিনী ভট্টাচার্য তার বক্তৃতা প্রদান করেন। শিলিগুড়ি কলেজের তরফ থেকে কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজিত ঘোষ, আইকিউএসি কো–অর্ডিনেটর ডঃ ঝিনুক দাশগুপ্ত, সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ কো–অর্ডিনেটর অধ্যাপক ডালিয়া রায় উপস্থিত ছিলেন।

বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রী কমছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ৫০ বছর অতিক্রম করেছে বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের ২০২০ সালে ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তারই স্মারক হিসেবে সোমবার সুবর্ণ জয়ন্তী প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন হলো। যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। কলেজে ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে বার্তা দেন তিনি। এমনকি রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকে কাজ করতে গেলে ন্যূনতম কলেজ শিক্ষার কথা তুলে ধরেন এদিন।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কৃতি ছাত্রী পাশ করে বেরিয়েছে। যারা দেশ–বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই কলেজের ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কমে এসেছে। মূলত জেলার প্রতিটি ব্লকে কলেজ তৈরি হওয়ায় বালুরঘাটের বাইরের ছাত্রীরা এই কলেজে তেমন ভর্তি হচ্ছেন না। বিগত দিনে তপন, হিলি, পতিরাম, কুমারগঞ্জ সহ বালুরঘাট মহকুমার

বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে প্রচুর ছাত্রী এই কলেজে ভর্তি হতেন। কিন্তু তপনে নাথিনিয়াল মুরমু কলেজ, কুমারগঞ্জ কলেজ, পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ, হিলি গভর্নমেন্ট কলেজে পঠন–পাঠন শুরু হওয়ার পরেই ক্রমশ এই কলেজের ছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে। এমনকি বালুরঘাট কলেজে দীর্ঘদিন শুধু অনার্স বিষয়ে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হত। পাস কোর্সে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হতো না। ফলে অনেক ছাত্রী গার্লস কলেজে ভর্তি হতেন। কিন্তু বর্তমানে বালুরঘাট কলেজেও পাস কোর্সে মেয়েদের ভর্তি শুরু হওয়ায় গার্লস কলেজে ছাত্রীর সংখ্যায় ভাঁটা পড়েছে। গোল্ডেন জুবিলী ভবন উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এই কলেজে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে একাধিক বিষয় তুলে ধরেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, কলেজস্থিত ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নীতা নন্দী, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি দেবব্রত সমাজদার, অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তী প্রমুখ। ২০১৭ সালে তৎকালীন বালুরঘাটের সাংসদ অর্পিতা ঘোষ এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তারই সাংসদ তহবিল থেকে এই ভবন নির্মিত হয়েছে। বিপ্লব আরও বলেন, জেলায় একটি মাত্র গার্লস কলেজ রয়েছে। সেটি বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়। এই কলেজে বেশি করে ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। রাজনৈতিক থেকে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে মেয়েদের সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য কলেজে পড়াশোনার মাধ্যমে তৈরি হতে হবে।

ধান চাষে অনীহা, এখন কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে সবজিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : আজ থেকে ১০ বছর আগেও আষাঢ়–শ্রাবণ মাস পড়লেই চোখে পড়তো কৃষি জমিতে কৃষকদের ব্যস্ততা। মাঠে নামত ট্রাক্টর, লাঙল নিয়ে নামতো বলদ। কেউ ব্যস্ত থাকতো বীজতলা রোপন করতে। কেউবা জল ছেঁচার কাজে। মাথায় করে বীজতলা নিয়ে জমি দিয়ে কৃষকদের আনাগোনার সেই চিরকালীন চিত্রগুলো আজ প্রায় হারিয়ে গেছে। যতদিন যাচ্ছে বর্ষাকালে আমন ধান চাষে মানুষদের আগ্রহ কমছে। কৃষকরা ধানের চেয়ে সবজি চাষের প্রতি বেশি ঝুঁকেছেন। এর কারণ কি? নেপাল ভৌমিক নামে এক কৃষক জানালেন, দেখুন এখন রেশনে বিনা পয়সায় মানুষ চাল পাচ্ছে। আবার অনেকেই চাল খরচ করতে না পেরে পাড়ায় বিক্রি করেও দিচ্ছেন। ধান চাষ করলেই যে তিনি অন্ন জোগাড় করতে পারবেন সেই বিষয়টা এখন আর নেই। তাছাড়া গ্রামগঞ্জে এখন আর শ্রমিকও পাওয়া যায় না। প্রকৃতির খামখেয়ালীতে ধান চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও বেড়েছে। তাছাড়া এখন নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ধান চাষের উপযোগী সেচ

খালেরও অভাব আছে। রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধি ও ধান চাষের অনুকূল পরিস্থিতিকে নষ্ট করেছে। এখন কৃষকরা আবার কৃষি পেনশন পাচ্ছেন। সেই টাকায় ধান চাষ না করে কেউ সংসার চালাচ্ছেন কিংবা সবজি চাষ করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কৃষিদপ্তর সূত্রে খবর, এবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সর্বত্রই আমন ধান চাষ হচ্ছে। এখন রোয়ার কাজ চলছে। প্রতিবছর যা লক্ষ্যমাত্রা থাকে এ বছরও সেই লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। তবে ওই সূত্র জানাচ্ছেন, পাঁচটা সাব ডিভিশনের মধ্যে আলিপুর সাব ডিভিশনে ধান চাষ অনেকটাই কমে গেছে। এখানে ছোটখাটো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় মানুষ আর ধান চাষের ঝুঁকি নিচ্ছে না। মহেশতলার চট্টা এলাকায় জিন্স ফ্যাক্টরির কারণে কৃষিজমিও দূষিত হয়ে গেছে। তবে ডায়মন্ডহারবার এবং কাকদ্বীপ সাব ডিভিশনে আমন ধান চাষের উন্নতি হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় নদী বাঁধ ভেঙে কৃষি জমিতে জল ঢুকে যাওয়ায় কিছু কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে জেলার ওই সূত্র স্বীকার করেছেন, আগের থেকে আমন ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ কমেছে, তবে উঁচু ভেঁড়ি করে সবজি চাষে আগ্রহ বেড়েছে।

জয়নগরের মোয়া হাব চালুর সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর : বর্ষার ঝোড়ো ইনিংস চলছে। এরপরেই পুজো ও তার পরেই শীতের মরশুম। শীত মানেই খাদ্য রসিক মানুষের প্রিয় জয়নগরের সুস্বাদু নলেন গুড়ের মোয়া। তবে এবারে শীতে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারকদের কাছে সুসংবাদ আসতে চলেছে। এই শীতেই জয়নগরের চালু হবে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের স্বপ্নের মোয়া হাব"। তৎপরতায় চলছে জয়নগরে মোয়া হাব তৈরির কাজ। জয়নগরের প্রাণ কেন্দ্রেই পুরসভার পাশের মাঠের ধারে পাঁচিল ঘেরা জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মোয়া হাবের জন্য নব নির্মিত দোতলা বাড়ি। এই মোয়া হাব তৈরি হলে জয়নগর সহ তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন। কেননা এখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে রয়েছেন এই মোয়া ব্যবসায়। কেউ প্রস্তুতকারক, তো কেউ ব্যবসায়ী। আবার কেউ শিউলি। কয়েক বছর আগেই জয়নগরের মোয়া জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে এখানকার মোয়ার সুনাম আরও বেশি ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে।আর তাই গত জানুয়ারি মাসে জয়নগরের বহড়ু হাইস্কুলে মাঠে এক প্রশাসনিক সভায় এসে জয়নগরের মোয়ার প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বারুইপুরের একটি সভায় এসেও জয়নগরের মোয়ার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি মোয়া ব্যবসায়ী, মোয়া প্রস্তুতকারক ও শিউলিদের কথা চিন্তা করে দ্রুত মোয়া হাব তৈরি করার কথাও বলেন। ইতিমধ্যেই মোয়া হাব তৈরির কাজ করছে রাজ্যের খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ড। মোট ৮ কোটি টাকা প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে জানান মোয়া হাব তৈরির দায়িত্বে থাকা খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের এক আধিকারিক। মোয়া হাবের দোতলা বাড়িতে থাকছে মোয়াকে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র। পাশাপাশি মোয়া নিয়ে গবেষণা ও প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা। এব্যাপারে বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস, জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস, রাজেশ দাস, তিলক কয়াল সহ একাধিক মোয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, মোয়া হাব আত্মপ্রকাশ পেলে নিঃসন্দেহে এখানকার মোয়া প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী এবং মোয়া ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সবারই উপকার হবে। আমাদের জয়নগরের মোয়া ব্যবসায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দেওয়া জায়গায় এই হাবটি তৈরি হচ্ছে। এব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, এই জয়নগরের মোয়া হাব মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রোজেক্ট। এই মোয়া হাবটি আমাদের এই পৌরসভায় হওয়ায় আমরা খুশি। এই মোয়া হাব তৈরির পিছনে যন্ত্রপাতি কিনতে সহায়তা করেছে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। আর এই মোয়া হাবটি চালুর পথে জেনে খুশি সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলও। খাদ্য প্রেমিক মানুষ তাকিয়ে আছে কবে তাদের স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাবটি চালু হবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলছে: শীর্ষেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটে উদ্বিগ্ন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৬ আগষ্ট হলদিয়ায় প্রয়াত কবি তমালিকা পণ্ডা শেঠের ৬৮ তম জন্মদিনে উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন তিনি । শীর্ষেন্দুবাবু জানালেন, বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী দেশ। সেখানে জনজীবনে অস্থিরতা এলে আমাদেরও তার আঁচ লাগে। এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ না করে বুদ্ধিজীবী মহলের মন্তব্য করাটা হঠকারিতা হয়ে যাবে। চাইব দ্রুত সেখানে শান্তি ফিরে আসুক।

মঙ্গলবার সকালে লক্ষ্মণ শেঠ প্রতিষ্ঠিত হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সত্যেন্দ্র নাথ বসু অডিটোরিয়ামে প্রয়াত কবি , হলদিয়া পুর প্রশাসনের ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন বিধায়ক তমালিকা পণ্ডা শেঠের ৬৮ তম জন্মদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়।

সংবাদ আপনজন ও ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন হলদিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রয়াত কবি স্মৃতিচারণ করেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়, রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, কবি নলিনী বেরা, শ্যামলকান্তি দাস, রাজনীতিক সমীর পুতুতুন্ড, অনুরাধা দেব, সাঁতারু বুলা চৌধুরী, সঞ্জীব চক্রবর্তী, চিত্রা লাহিড়ি প্রমুখ।

পারিবারিক স্তরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ও কবির স্বামী ড : লক্ষ্মণ শেঠ, বর্তমান স্ত্রী মানসী শেঠ, ও পুত্র এবং পুত্রবধূরা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা। বাড়তি পাওনা ছিল প্রয়াত কবি কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা।

বীরভূমে বন্ধ বেসরকারি বাস

প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন লেট, সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক অরূপ বাগ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, দোষীদের শাস্তি,রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল ভাঙচুর করে প্রমান লোপাট এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এর ডাকে শুক্রবার সারা রাজ্যে ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট চলছে এদিন সকাল ৬ টা থেকে।এদিন বেলা পর্যন্ত এই ধর্মঘটের দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি,রায়দীঘি, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, মন্দির বাজার, কুলপি, সাগর, ডায়মন্ডহারবার,ক্যানিং, বারুইপুর,মগরাহাট,সোনারপুর সহ সর্বত্র। এদিন সকালে অবরোধকারীরা জয়নগর থানার বহড়ু, দক্ষিন বারাশত, জয়নগর, রায়দীঘি, ক্যানিং এলাকায় রাস্তা অবরোধে সামিল হন। এই অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ বারাশত, জয়নগর, বহড়ু, রায়দীঘি এলাকায় পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে বাধার সম্মুখীন হয়। তীব্র বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে পুলিশ ও অবরোধকারীরা। এদিন অবরোধকারীরা মিছিল সহকারে সরকারি অফিস, ব্যাংক, এলআইসি অফিস, পৌরভবন, পঞ্চায়েত বন্ধ করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। তবে জয়নগর থানা এলাকার জয়নগর, বহড়ু, দক্ষিণ বারাশত, রায়দীঘি, মথুরাপুর এলাকায় বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। তবে এদিন একটু দেরীতে হলেও লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু ছিল। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার বজবজ, সোনারপুর শাখায় ট্রেন চলাচল মোটের ওপর স্বাভাবিক ছিল। এব্যাপারে, এদিন এসইউসিআইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদিনের সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। আমরা এই ধর্মঘটে স্কুল কলেজ ও রেল পরিষেবা এবং ইমারজেন্সি সার্ভিসকে বাইরে রেখেছিলাম। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে এদিন দোকানপাট বন্ধ রেখে এই ঘৃণ্যতম ও নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, আর তাই এর জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাই।

শিলিগুড়ি থেকে জয়ন্ত চক্রবর্তীর সংযোজন, আজকে এস ইউ সি আই ডাকে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনা নিয়ে যে বারো ঘণ্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে শিলিগুড়িতে বিধান মার্কেট অঞ্চলে দোকানপাট বন্ধ রেলের বুকিং অফিস খোলা কিছু বাস চলাচল করছে সহ ম্যাক্সি cab চলছে রাজ্য সরকারি দপ্তর গুলো খোলা বলা যায় আংশিক বন্ধ।

নারী নির্যাতনের রোড

প্রথম পাতার পর

জানাতে ৫ দিনের বেশি সময় নিলেন মানবাধিকারের পরাকাষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী, তাই তো পচে যাওয়া পুলিশ বার বার ব্যর্থ হলেও নির্বিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আসলে ভারতে নারী অধিকার রাজনীতিকদের অঙ্ক বইয়ের ভোট ব্যাঙ্ক চ্যাপ্টারের একটা বুদ্ধির অঙ্ক মাত্র। যার যত কূট বুদ্ধি সে নির্যাতনের সংখ্যার সঙ্গে ঐকিক নিয়মে তত তাড়াতাড়ি বার করে ফেলবে অংকের উত্তর। আর অঙ্ক মিললেই উৎসব, পুজো, জলসা। নারী নির্যাতন আবার একটা অঙ্ক নিয়ে আসবে, আবার সমাধান হবে। এভাবেই ভারতে ক্রমশ বেরে চলবে নারী নির্যাতনের রোড ম্যাপ। কাজে লাল হয়ে উঠবে ভারত ভূখণ্ড।

এই অঙ্ক যদি সত্যি বদলাতে হয় তাহলে পথ দখল, পদ দখল ছাড়া উপায় নেই। সবটাই এখন অসুরদের দখলে। কেড়ে নিতে হলে জোট বাধঁতেই হবে, আজ নয়তো কাল। তাই যে জাগরণ শুরু হয়েছে তা যদি প্রশাসনকে জাগিয়ে তুলতে না পারে তাহলে এবার কাড়া নাকাড়া নিয়ে নেমে পড়ার পালা। নজর থাকুক তদন্তের গতি প্রকৃতিতেও।

তুলসিবেড়িয়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

পার্শ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। কারণ এই এলাকায় আর কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যহ সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত রোগীদের ভিড় লেগে থাকত। চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রত্যহ আসতেন, থাকতেন। এখন এসব অতীত। বর্তমানে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী নেই।হাতে গোনা কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী থাকলেও চিকিৎসক মাত্র একজন। তিনি আবার প্রত্যহ আসেন না। স্বাস্থ্য কর্মীরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীদের চিকিৎসা করেন।

গ্রামবাসীরা অভিযোগের সুরে বলেন, রাজ্যে বামের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার প্রায় ২ বছর আগে পর্যন্ত এই তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা রমরমিয়ে চলত। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী ছিল। ঔষধও পাওয়া যেত। নানান জটিল রোগেরও চিকিৎসা হত এখানে। গত ১৪ থেকে ১৫ বছরে আস্তে আস্তে এটি বেহাল হয়ে পড়েছে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শুরু হয়ে যায় নানান অসামাজিক কাজ। বসে মদ ও জুয়ার আসর।চলে নারী নিয়ে অবৈধ কারবার ও। সমাজকর্মী কল্যাণী পালুই এই প্রসঙ্গে বলেন, তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখন আমাদের লজ্জা। আগেদিনের বেলাতে তো বটেই রাতের দিকেও চিকিৎসক, নার্স থাকতেন। চিকিৎসা পরিষেবা সব সময়ই পাওয়া যেত।এখন চিকিৎসক , নার্স, কিছুই ঔষধ পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় চিকিৎসক এর অভাবে যদিও কম্পাউন্ডার চিকিৎসা করে,ঔষধ দেয়। রাতের বেলায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দূরবর্তী চন্ডিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র না হয় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই বেহাল পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মী পম্পিতা মণ্ডলও। তিনি বলেন, এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবার নানান সমস্যা আছে। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কার না হওয়ার কারণে চারিদিকে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ, আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। যখন তখন বিষাক্ত সাপ, বিছে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গ বের হচ্ছে। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন উলুবেড়িয়া ২নং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পৌলমী প্রধান। তিনি বলেন, গত এক বছরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৫ জন চিকিৎসককে তুলে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কারণের জন্য একজন চিকিৎসককে দিয়ে ব্লকে তুলসীবেড়িয়া ও বৃন্দাবনপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালাতে হচ্ছে। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ, আগাছা আর জঙ্গল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় তুলসীবেড়িয়া পঞ্চায়েত এর কর্মকর্তাদের বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে। তুলসীবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহসিন মোল্লা এই প্রসঙ্গে বলেন, খুব শীঘ্রই তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বারাসত হাসপাতালে বাড়ছে ক্যামেরা

প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয়ত, পড়ুয়াদের বয়েজ ও লেডিজ হস্টেলগুলো এবং নার্সিং হস্টেল, এগুলোতে প্রবেশ ও প্রস্থান উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক জায়গাতেই সিসি টিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। তার ফলে ঢোকা বা বেরোনো উভয় ক্ষেত্রেই ছবি প্রিজার্ভ করা থাকবে। পাশাপাশি, এই ঘটনার পরে ওই হস্টেলগোলেতে প্রত্যেকটি অংশেই আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে আরও সিসি টিভি লাগানো হবে। আর লেডিজ, বয়েজ ও নার্সিং হস্টেলগুলোতে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটি পোষ্টিং করা হয়েছে। এবং একই সঙ্গে ঢোকা বেরনোর ক্ষেত্রে রেজিষ্টারও মেনটেন করা হচ্ছে। বিশেষ করে রাত্রিবেলা এই রেজিষ্টার মেইনটেন অবশ্যক। এই সাথে বাইরে নজরদারির জন্য ১৮টি হ্যালোজেন লাগানো হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালের মধ্যে পুলিশফাঁড়ি তো আছেই। সেটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ থানার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যেখানে একজন সিনিয়র অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশের একটা গোটা টিম থাকবে। আর জি করের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,'ওই ঘটনা নিঃসন্দেহে জঘন্য, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। এই অপরাধীদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার, যাতে ভবিষ্যত এইধরনের কাজ করার আগে দশবার ভাবতে হয়। রাজনৈতিক রং, মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে বিষযটিকে দেখা উচিত বলেই আমি মনে করি। পাশাপাশি এই প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি রুগীরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হোক, এটা একজন চিকিৎসক হিসেবে আমার কাম্য নয়। কারণ, আমরা রুগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের শপথ নিয়েই এই পেশায় এসেছি। আমরা এখন রুগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার করা গত শনিবার থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। ১২ টি আই সি ইউ বাড়ানো হয়েছে। আমরা এভাবেই ব্যাকআপ দিয়ে যাচ্ছি।' এপ্রসঙ্গে উত্তর–পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত শিশু শল্য চিকিৎসা তথা কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতালের কর্ণধার ডা. তপনজ্যোতি বন্দোপাধ্যায় বলেন, ' আর জি করের এই নৃশংস ঘটনায় নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। ল'অ্যান্ড অর্ডারের যদি এই অবস্থা হয় সেটা পৃথিবীর কাছে লজ্জার ব্যাপার, শুধু আমাদের দেশের কাছে নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কোনও মেডিকেল কলেজের ভিতরে ইতিপুর্বে এ ধরণের ঘটনা ঘটেনি। আমার একটাই কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ধরে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার বিধান করা। এই ঘটনা আমদের রাজ্য সহ গোটা দেশের লজ্জা। আমরা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। আমার বাড়ির সন্তানের মতো। এধরনের খুন কোনও সভ্য জগতে হয় বলে আমার জানা নেই।'

বারাসত আই এম এ–র প্রসিডেন্ট ডা. তপন বিশ্বাস বলেন, 'এক কথায়, এ

মহানগরে

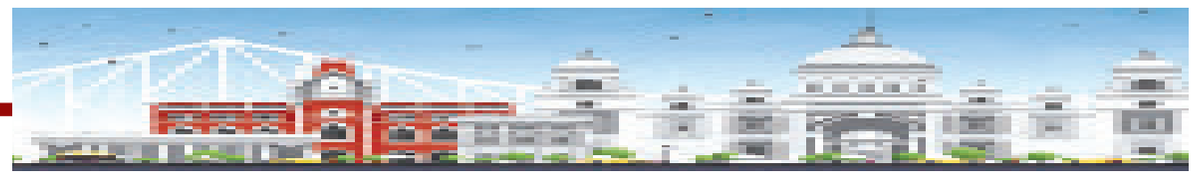

শুরু হয়েছে গাছের হেলথ অডিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার গাছেরা কেমন আছে? তা জানতে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান বিভাগ কলকাতা পৌর গাছের 'হেলথ অডিট' শুরু করেছে। প্রথম ধাপে দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রীন এলাকার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের গাছেদের হেলথ অডিট শুরু হয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলিতে আগামীদিনে ধাপে ধাপে এই কাজ হবে। গাছেদের হেলথ অডিট করা হচ্ছে কেন? প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে তো বটেই হালকা ঝড়েও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে উপড়ে পড়ছে গাছ। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার যতীনশুরু হয়েছে গাছের হেলথ্ অডিট বাগচি রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, শরৎ বসু রোড ও গল্ফগ্রীনে হালকা হওয়াতেই হঠাৎ গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। তাই এই গাছ উপড়ে পড়ার প্রবণতা কমাতে ও গাছের নতুন চারাগুলি ঠিকঠাক বাড়ছে কী না তা জানতে গাছেদের হেলথ অডিটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা শহরের সবুজ রক্ষায় এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মত নগরায়ণ বিশেষজ্ঞ মহলের। ঝড় নই, ঝাপটা নেই হঠাৎ গাছ ভেঙে পড়ার কারণ কী? কলকাতা পৌরসংস্থার এক উদ্ভিদবিদ জানাচ্ছেন, এবছর গরমে কলকাতায় তাপপ্রবাহের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র পশুপাখি বা মানুষ নয়, শহরের উদ্ভিদজগৎ বিশাল ক্ষতির মুখে পড়েছে। এবছর মহানগরীর তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ডিগ্রির কাছাকাছি ছিল। যার প্রভাবে জলের স্তর নেমে গেছে। আর শুকনো মাটির প্রভাবে গাছের শিকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে হালকা হাওয়ায় কলকাতা শহরের গাছ পড়ে যাচ্ছে। পৌর উদ্ভিদ বিভাগের এক আধিকারিক জানান, হেলথ অডিট শেষ হওয়ার পর যে গাছগুলি আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলে বিশেষজ্ঞরা জানাবেন, সেগুলি কাটতে রাজ্যের বন দপ্তরের অনুমতি চাওয়া হবে। অনুমতি মিললে ওই জায়গায় বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মেনেই নতুন গাছ লাগানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে কলকাতায় ৬ ফুটের বেশি উচ্চতার গাছ রয়েছে ৪ লক্ষ ২৫ হাজারের কিছু বেশি। কলকাতায় মোট ১৩৮টি প্রজাতির গাছ আছে। যার মধ্যে ফলের গাছ ২৬টি প্রজাতির আর ঔষধি গাছ আছে ৩৩টি প্রজাতির। বাকি ৭৯টি অন্যান্য প্রজাতি গাছ।

ডিজিট্যাল ম্যাপে জলের লাইন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার পানীয় জল সরবরাহের নেটওয়ার্ক নিয়ে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এরফলে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কেউ দেখে নিতে পারবেন, তাঁর এলাকায় কোথায় কত ইঞ্চির পাইপ দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে। অন্যদিকে, কলকাতার কোন ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট হলে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে বসেই জল সরবরাহ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা দেখে নিতে পারবেন, কোথায় এবং কী কারণে জলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে।

'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে প্রায়ই বিভিন্ন পৌরবাসী ফোন করে জানান, তাঁর বাড়ি বা তাঁর এলাকার কয়েকটি বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহ বিঘ্ন ঘটছে বা জলের গুণমান খারাপ আসছে। এই ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরি হলে এই সমস্যার কারণ কী তা জানা সম্ভব হবে দ্রুততার সঙ্গে। এই বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পৌর এলাকার নিকাশি পরিকাঠামোর ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এবার পানীয় জল সরবরাহের পাইপ লাইনের ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরি করা হবে। এটি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করা যাবে, তেমনই বাড়ি বাড়ি জলের জোগান বৃদ্ধি করাও সম্ভব হবে। এই ডিজিট্যাল প্রযুক্তি চালু হলে কোন ওয়ার্ডের একটি পাড়ায় পাইপের লিকেজ হলে পৌরসংস্থা কেন্দ্রীয় পৌরভবনে খবর আসবে দ্রুততার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, কোনও এলাকায় পানীয় জলের ভূগর্ভস্থ লাইনে ত্রুটি হলে অকারণে অনেকটা রাস্তা খুঁড়ে পাইপ মেরামতির ঝুঁকি নিতে হবে না। ডিজিট্যাল ম্যাপ নির্দিষ্ট ত্রুটি চিহ্নিত করে দিলে শুধুমাত্র বিঘ্ন ঘটা এলাকার পাইপ খুঁড়লেই হবে। রাস্তা অযথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর

এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তার নিকাশির ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরির কাজ শেষের পথে। নিকাশি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ তারক সিংহের নেতৃত্বে এই নিকাশি লাইনের ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ায় উদ্বুদ্ধ মহানাগরিক এবার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের নেটওয়ার্কেও 'ডিজিটালাইজেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল মৈনাক মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তারক সিংহকে জল সরবরাহের ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরির নির্দেশ দেন মহানাগরিক। এবিষয়ে মেয়র পারিষদ সদস্য তারক সিংহ জানান, একটা পানীয় জলের পাইপ যদি কোনও পাড়ায় ফুটো হয়ে পানীয় জল নষ্ট হতে থাকে তাহলে মুহূর্তে পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের জল সরবরাহ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা যাতে ব্যবস্থা নিতে পারেন, সেটাই এই ডিজিট্যাল ম্যাপ তৈরির মূল উদ্দেশ্য। গোটা প্রক্রিয়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাস্থিত খড়গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পানীয় জল সরবরাহে অপচয় রোধে প্রয়োজনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তিও ব্যবহার করবেন কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা।

একাদশেও ওএমআর সিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির নতুন সেমিস্টার নিয়মে দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 'মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন(এমসিকিউ) টাইপের হবে। আর পরীক্ষার্থীদের উত্তর 'অপটিক্যাল মার্ক রিডিং(ওএমআর) দিতে হবে। ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরে এই পরীক্ষা চলবে। এই ওএমআর সিট ঠিক কেমন হয়? সেজন্য চলতি ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের এই ওএমআর সিটের সঙ্গে আগে থেকেই কিছুটা পরিচয় ঘটাতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৫ আগস্ট নমুনা ওএমআর সিট প্রকাশ করলো। এই পরীক্ষার্থীরা আগামী ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে সেমিস্টার ব্যবস্থায় প্রথমবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৫ আগস্ট জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ অনুমোদিত সব স্কুলের প্রধানপ্রধানাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা যাতে তৃতীয় সেমিস্টারে(যেটা দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টার) কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সেজন্য প্রথম সেমিস্টার থেকেই এই ওএমআর সিটে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অভ্যস্ত করে তুলতে এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। একাদশ শ্রেণির ২"টি সেমিস্টারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, উত্তরপত্র সরবরাহ ও মূল্যায়ন–সহ সবই স্কুলকে করতেন হবে। উচ্চমাধ্যমিকের নতুন পদ্ধতিতে এবার থেকে প্রতিটি সেমিস্টারেই পাস–ফেল থাকছে। পাস করতে গেলে প্রতি সেমিস্টারে যেকোনও ৫টি বিষয়ে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নম্বর পাওয়াটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আলাদাভাবে প্র্যাকটিক্যাল ও প্রজেক্টেও ৩০ শতাংশ নম্বর। বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি ভাষা বিষয়েও পাস মার্ক তুলতেই হবে। কোনও পরীক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে নির্ধারিত পাস নম্বর না পেলে, সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে হবে। আর তা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি বা তার আগের জানুয়ারি মাসে স্কুল তার নিজেদের সুবিধা মতো নেবে।

প্রদীপ ঘোষ প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ আগস্ট উত্তর কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে বিকাল ৪টা ২০ মিনিট নাগাদ ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কলকাতার পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা দীর্ঘদিনের কংগ্রেসি রাজনীতি প্রদীপ ঘোষ। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আমলে বস্তি উন্নয়ন, ফ্রি পার্কিং ও সেন্ট্রাল স্টোর দপ্তরের মেয়র পারিষদ হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন প্রদীপবাবু। তাঁর সময়কালে কলকাতার অ্যাডেড এরিয়া যাদবপুর ও বেহালা এলাকায় সুলভ শৌচালয় গড়ে ওঠে। এর পরে তিনি পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদের দায়িত্ব সামলান। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বার্তা

স্মরণ : বারাকপুরের গান্ধী ঘাটে স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন।

আলোচনা : আলিপুর জেল মিউজিয়ামে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রোটারি ক্লাব। ছবি : প্রীতম দাস

সোচ্চার : বেহালা ১৪ নম্বরের কাছে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মঞ্চ। ছবি : অরুণ লোধ

স্বাধীনতার ৭৮

ডোমজুড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

হাওড়া: ডোমজুড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ সমস্ত এলাকার মানুষ ও ডোমজুড় ব্যাবসায়ী কল্যাণ সমিতির সকল সদস্যসহ পদ যাত্রার আয়োজন করা হয়। পথযাত্রার শুরুতেই এক ছাত্রী ভারত মাতার সাজে সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও এদিন সেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ মহাশয় রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের সেবায় এই ভাবে এগিয়ে আসায় কমিটির সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

স্বাধীনতা সংগ্রামী নগেন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

মলয় সুর

হুগলি : অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড–এর সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ১৪ আগষ্ট হুগলির রায় বাজারে স্বাধীনতা সংগ্রামী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। মূর্তি উন্মোচন করেন দিল্লীর বার অ্যাসোসিয়েশন সদস্য ডক্টর আদ্রিশ আগরওয়াল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি কল্যাণ জ্যোতি সেনগুপ্ত, বিচারপতি সুব্রত তালুকদার, বিচারপতি দীপক সাহা রায়, হুগলি–চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, হাইকোর্টের আইনজীবি সুরঞ্জন দাশগুপ্ত। পাশাপাশি ওইদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীগৌরহরি সোম ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথের জন্ম অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে হুগলি কোর্টের আইনজীবি হন। এরপর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গীতা দত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবারের সদস্য সীধাঙ্কর মুর্খাজী, পৃথীরাজ দত্ত, দীপঙ্কর শীল, রামলিঙ্গম সহ প্রমুখরা।

স্বাধীনতা দিবস পালন বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে বীরভূমে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সকালে সিউড়ি প্রশাসন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলাশাসক বিধান রায়। কীর্ণাহার স্পন্দন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্পন্দনের অফিসে পতাকা উত্তোলনের পরে কাটোয়া– আহমেদপুর লোকাল ট্রেনে কীর্ণাহার স্টেশন থেকে উঠে আহমদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। প্রতিটি বগি সহ ট্রেনটি বেলুন দিয়ে সাজিয়ে ট্রেনের প্রত্যেক যাত্রীকে একটি করে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়। বাচ্চাদের জন্য খাতা, পেন, ইন্ডিয়ান ব্যাচ, চকলেট ইত্যাদি দেওয়া হয়। আহমদপুর রেলওভার ব্রিজ ও চৌরাস্তায় গাছের চারা বিতরণ করা হয় পথচলতি মানুষদের মধ্যে। স্টেশনগুলিতে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ান,ট্রেনের চালক, গার্ডকে গাছের চারা প্রদান করা হয়। মোট ২০০০ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। স্পন্দন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক রানা দাস বলেন, যারা গাছ নিয়েছেন গাছ লাগান এবং গাছটিকে বড় করে তুলুন।

ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

সুব্রত মণ্ডল

হুগলির বলাগড়ের গুপ্তিপাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৫ আগষ্ট বিকালে এক ডেঙ্গু সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হলো। গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্প্রতি ডেঙ্গুর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে বিগত একমাস ধরে গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সারদানগর এলাকায় রোগ নির্ণয় শিবির বাড়ি বাড়ি সচেতনতা ও সাবধানতা প্রচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি গুপ্তিপাড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার মাঠ ফতেপুর এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়ছে তাই আগাম সাবধানতা সচেতনতা জানাতে এই সভা হয়। বিডিও মধুশ্রী(আইএএস), জয়েন্ট বিডিও, সহ সভাপতি, বিএমএইচ, প্রধান– গুপ্তিপারা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, সদস্যা ও গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতিতে অনাড়ম্বরে পালিত স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামালিতে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতিতে অনারম্বরে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা, সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। সাধারণ সম্পাদক তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে গোটা দেশ রাত জেগেছে, রাস্তা দখলে নেমেছে মহিলারা। সকলের মনই ভারাক্রান্ত। আর জি কর হাসপাতালে আমাদেরই মেয়ে বোন দিদিকে যেভাবে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হচ্ছে। এই কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা? প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এবছর তা সবই বাতিল করা হয়েছে। কারণ এই পরিস্থিতিতে ধুমধাম করে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কোন মানে হয় না।

নেতাজি ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের পরই শেষ হয় স্বাধীনতা অনুষ্ঠান।

আজাদগড়ে নান্দনিক ভূমিকায় উদ্যোগী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

একেবারে উপচে পড়া ভীড় আর কচিকাচা শিশুদের কলরবে ১৫ আগষ্ট আজাদগড় উদ্যোগী ক্লাবে পালিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। মোট ৩ টি বিভাগে প্রায় ১০০ টির বেশি শিশু কিশোর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সামগ্রিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তপন দাশগুপ্ত। উদ্যোগী

ক্লাবের সম্পাদক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন সাহা জানান, দীর্ঘ বছর ধরে আমরা ১৫ আগষ্ট শিশু কিশোর কিশোরিদের জন্য বসে আকোঁ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকি। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রসঙ্গত, এদিন উদ্যোগী ক্লাবের জন্মদিনও বটে। প্রতিবছর এই দিনটিতে বড় মাপের কেক ও আনা হয় এবং উপস্থিত শিশুরাই এই কেক কেটে মুখ মিষ্টি করে। পুরপিতা তপন দাশগুপ্ত বলেন, যে বয়সে কিশোর কিশোরীদের খেলাধুলো করার কথা, সে বয়সে বীর ক্ষুদিরাম মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছে। সে কথা প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে। রবীন সাহা বলেন, বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাই আমাদের অনুপ্রেরণা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী রতন সাহা।

এয়ারভিউ মোড়ে স্বাধীনতা দিবস

জয়ন্ত চক্রবর্তী

১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এয়ারভিউ মোড়ের আইল্যান্ডে স্থায়ী উঁচু পতাকা স্তম্ভ স্থাপন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এছাড়াও ছিলেন মেয়র পরিষদ সদস্য সদস্যা এবং শিলিগুড়ি পুরো নিগমের কমিশনার প্রমুখ।

মাঙ্গলিকী

ভিন্নধারার চিত্রপ্রদর্শনী মনসুন কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ছবির শহর। প্রতিদিন এই শহরের বিভিন্ন আর্টগ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি অভিবন্দনার আয়োজনে গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শ শালায় মনসুন কার্নিভাল শীর্ষক এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তিনদিনের এই প্রদর্শনীতে ২৯ জন চিত্র শিল্পীর মোট ৫৫ টি চিত্রকলা এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বিষয় বৈচিত্র এই প্রদশনীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। প্রকৃতি, পরিবেশ, পৌরাণিক বিষয়, বিমূত্র চিত্রকলা সব মিলিয়ে এ এক সম্পূর্ণ অন্যরকম চিত্রকলা প্রদর্শনী। এই চিত্র প্রদর্শনীতে চিত্রকলায় সমস্ত মাধ্যমের যেমন তেলরং, জলরং, অ্যাক্রেলিক, চারকোল ও মিশ্র মাধ্যমের নানা ধরনের বিচিত্রময় কাজ ছিল। যা এক কথায় অনবদ্য। বিভিন্ন নবীন ও প্রবীন শিল্পী তাদের মনের সৃষ্টি সুখের উল্লাস নিজের মতো করে অপরূপ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যানভাসে বা কাগজে। বেশ কিছু শিল্পীর কাজ ছিল অসাধারণ। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি কাজ ছিল অসাধারণ। একইভাবে প্রভূত প্রশংসার দাবি রাখেন উদীয়মান শিল্পী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর দুটি অ্যাক্রেলিকের কাজ অনবদ্য। যেমন তাঁর চিন্তাভাবনা তেমনই তাকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলে এক অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেছেন। শীষেন্দু দাসের অ্যাক্রেলিকের উপর ক্যানভাসে বন্দি পেঁচা অসাধারণ। নবীন শিল্পী মঞ্জিমা সরকারের দুটি কাজ খুবই সুন্দর। মহুয়া দাসের চারকোলের দুটি কাজ অসাধারণ। পৌরাণীক কাহিনীকে ভিত্তি করে প্রিয়াঙ্কা ঘোষের 'মহাভারত' অনবদ্য। নবনীতা সরকারের ফ্রেমবন্দি অ্যাক্রেলিকের তিনটি কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। কাকলি বোসের

তিনটি তেলরং এর কাজ মনমুগ্ধকর। রত্নবলী দত্তের দুটি ছোট কাজ অসাধারণ। অত্যন্ত ছোট পরিসরে এসে নিপুণ কাজ করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন শিল্পী। একইভাবে অলকানন্দা দাসের চারটি ছোট ছোট কাজ অপূর্ব। দুই শিল্পী তাদের কাজ অ্যাক্রেলিকের মাধ্যমে করেছেন। রণিতা মণ্ডলের অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ক্যানভাস বন্দি 'মজলিস' ও 'আস্থা' শীর্ষক কাজ দুটি এই চিত্র প্রদর্শনীকে আলোকিত করে তুলেছে। অমিতাভ লাহিড়ীর দুটি কাজ যথেষ্ট প্রশংসায় দাবি রাখে। সন্তোষ কেমাড়ী, মিনু দে ও ড. অভিজিৎ দে –এর জলরং-এর কাজগুলি সত্যিই এককথায় অনবদ্য। যেমন তাদের বিষয় ভাবনা তেমনি তাঁকে অসাধারণ মুন্সিয়ানার সাতে কাগজে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতাকে সমস্ত দর্শক দীর্ঘদিন মনে রাখবে। নবীন শিল্পী সুব্রত ভৌমিকের পেন ও পেনসিল দিয়ে অপরূপ দুটি সৃষ্টি অনবদ্য। প্রবীর সাহার কাজ মনমুগ্ধ কর। মধুমিতা দাসের মধুবনী শিল্পের উপর ভিত্তি করে সে কাজটি করেছেন সেটি অনবদ্য। সুমিতা মুখার্জীর ক্রাফ্টের কাজ খুবই প্রশংসা যোগ্য। এছাড়া গোপাল দাস, শিবানী রায়, অঞ্জনা ভৌমিক, শিশির চক্রবর্তীর কাজ মন ছুঁয়ে যায়। একটি চিত্র প্রদর্শনীকে তাঁর ডিসপ্লে অনেক কিছু বলে দেয়। এখানে যেটি ঘটেছে। প্রতিটি ছবির মধ্যে এতো অপূর্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ছিল তা সমগ্র চিত্র প্রদর্শনীকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রদর্শনীর দেওয়ালে ছবি ঝোলালেই হল না তাঁর মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তা কখনোই ভাল হয়না। এখানে সেটি দারুন ভাবে হয়েছে। যা প্রতিটি দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে শ্রাবণের বারিধারা মাঝে এ এক অপূর্ব চিত্রকলা প্রদর্শনী। যা সকলের মনে অনেকদিন গেঁথে থাকবে।

বৃদ্ধাশ্রমই আশ্রয়: নেপথ্যের কারণ–বেঁচে থাকে মানবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন ষ্টুডিও থিয়েটারে মঞ্চে মঞ্চস্থ হোলো বারাসাত ইভিনিং ক্লাবের (১৯১০) নাট্যশাখা জাগরীর প্রযোজনা 'বেঁচে থাকে মানবতা'। জাগরী যেভাবে অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার অভিনয় শিল্পেরচর্চায় থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাকে বহন করে চলেছে তাকে প্রশংসনীয়। প্রতিটি নাটকের মাধ্যমে জাগরী যেভাবে সমাজে বলিষ্ঠ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। 'বেঁচে থাকে মানবতা' নাটকটি একটি বৃদ্ধাশ্রম কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেখানে বানপ্রস্থ নামের এক বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বৃদ্ধ–বৃদ্ধা সকলেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও অবসর গ্রহণের পর পরিবারে হয়ে পড়েন বাড়তি বোঝা। ফলে সংসারে তাদের অপ্রাসংগিকতায় বৃদ্ধাবাসের জীবন বেছে নেওয়ার করুন কাহিনী এ নাটকের বিষয়। প্রত্যেক চরিত্রই তাদের জীবনের হতাশাকে কাটিয়ে কিভাবে তারা জীবনের নতুন করে বাঁচার আলো খুঁজে পায় তারনাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা– সমরেশ বসু। ক্লাইম্যাক্স তৈরিতে যথেস্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন নির্দেশক সমরেশ বসু। সুধাময় চরিত্রে বরিষ্ঠ অভিনেতা শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় যথেস্ট প্রশংসার দাবি রাখেন। ডরোথীর ভূমিকায় চৈতালি সরকার য়্যাংলো ইন্ডিয়ান এর চরিত্রে বেশ মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন। রনজয় চরিত্রে অরিন্দম দে যথাযথ ও প্রাণোজ্জ্বল। অখিলেশ চরিত্রে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় , অনুপম চরিত্রে সৌমেন , কাজরী চরিত্রে প্রীতি যথাযথ। নাটকটির আলো, আবহ ও মঞ্চভাবনা প্রশংসনীয়। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শক সকল এই নাটকের আরো বেশি বেশি করে প্রদর্শনের আবশ্যকতা আছে বলেই অভিমত প্রকাশ করেন।

বাওয়ালীতে ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস পালন ও বৃত্তি পুরস্কার প্রদান

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : প্রাথমিক শিক্ষণ উন্নয়ন পর্ষদ (পঃবঃ) বাওয়ালী শাখার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ১১ আগস্ট, রবিবার, ২০২৪ বাওয়ালী সঞ্চিতা কলা ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম আত্মোৎসর্গ দিবস। একই সঙ্গে ওইদিনই ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ২২৬ জন বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট, পুরস্কার ও চারাগাছ প্রদান করা হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

ব্রততী মান্নার উদ্বোধনী সঙ্গীতের সঙ্গে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর স্নেহা মণ্ডলের কণ্ঠে 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' গানের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শহীদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষণ উন্নয়ন পর্ষদের জেলা সম্পাদক চণ্ডী দত্ত, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যানগর কলেজের অধ্যাপক অর্ঘ্য চ্যাটার্জী। ভেড়ী ভেটশখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসিত বর্মণ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার রায়, অনিল কুমার মণ্ডল, অমরনাথ ভট্টাচার্য, কাজল ভট্টাচার্য, যুধিষ্ঠির রায়, সুভাষ মণ্ডল, মানস নস্কর, নির্মল গোস্বামী, লায়ন্স ক্লাবের চেয়ার পার্সন কাজল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ২০২৩ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় বাওয়ালী অঞ্চলে প্রথম হয় স্নেহা রায় (বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুল) দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে প্রিয়ম মণ্ডল ও তিতলী দত্ত(উভয়ই বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী)।

চণ্ডীবাবু বর্তমানের নিরিখে মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অর্য্য চ্যাটার্জী, শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। রবীন্দ্র নৃত্য কলা অ্যাকাডেমির শিল্পীরা দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে মিহিকা সাঁতরার যোগব্যায়াম প্রদর্শন যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কবি বসন্ত পরামানিকের সুযোগ্য সঞ্চালনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি সুচারু ও ধারাবাহিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ বৃত্তি পরীক্ষার বাওয়ালী শাখার প্রধান উপদেষ্টা বাসুদেব কাবড়ী বলেন, দল–মত নির্বিশেষে এলাকার সুধীজনের, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক বৃন্দ, সর্বোপরি বৃত্তি কমিটির সকল সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াসে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, তিনি জানান, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ভেড়ী ভেটকাখালী উচ্চ বিদ্যালয় ও গার্লস হাইস্কুলে। এবছর ২৫টা স্কুলের প্রায় ৩০১ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে তিনি জানান।

ব্লেডের টুকরো দিয়ে নারী মূর্তি এঁকে

ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সায়ন মিদ্দা

রবীন দাস, নামখানা : ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল রং তুলির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে এক অভিনব কিছু আর সেই মতোই প্রায় কয়েকশো ব্লেড ব্যবহার করে ক্যানভাসে এক নারীর ছবি ফুটিয়ে তুলে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের সায়ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে সায়ন মিদ্দা। বাবা কৃষক অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই সংসার চলে তাদের। সায়নের ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল এমন কিছু করে দেখাবে যাতে বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয় আর সেই মতোই অভিনব চিন্তাভাবনা তার। ছোট থেকেই রং তুলির ক্যানভাসে সে ফুটিয়ে তুলত এই বিশ্বজগৎ কে। গণেশ নগর বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে আর এর পরই নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার পর সে তার স্বপ্ন নিয়ে বিভোর হয়ে পড়ে। নেট দুনিয়ায় সার্চ করে সে জানতে পারে রং তুলির ক্যানভাসে অনেকেই সাফল্য লাভ করলেও এই ধরনের ব্লেড দিয়ে কোন নারী মূর্তি আগে কেউ কখনো তৈরি করেনি। আর সেই মতোই কয়েকশো ব্লেড দিয়ে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কেটে কেটে এক নারী মূর্তি তৈরি করে। পাশাপাশি সায়নের ইচ্ছা আগামী দিনে সে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে। এলাকার শিশুদের ইতিমধ্যেই আঁকাও শেখায় সে অনেক সময় দুস্থ শিশুদের কথা চিন্তা করে বিনামূল্যেও আঁকা শেখায় সায়ন। পাশাপাশি তার আঁকা দেশ–বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় চিত্রকলায় স্থান পেয়েছে। আর সায়নের এই সাফ্যলে খুশি পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে প্রত্যেকে।

বজবজ মলিনা সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের বাইশে শ্রাবণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বজবজ মলিনা সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ আগস্ট, বুধবার বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত শিল্পীরা গান,কবিতা,নৃত্যের মাধ্যমে কবির প্রতি তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। সৃজা পালের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মণিময় চ্যাটার্জী, পিয়ালী চ্যাটার্জী, সুস্মিতা ঘোষ, সুপ্রতীপ দাস, বাপী দাস, রাখী আদক, সমৃদ্ধি বিশ্বাস, আশিস বিশ্বাস, জিন্তু নস্কর, আকত্রিশ ভট্টাচার্য, কধা মতিলাল প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গত করেন বাবলু সর্দার, সুবীর কুমার ঘোষ, সুদীপ্ত চৌধুরী, মানস ঘোষ ও আশিষ বিশ্বাস আবৃত্তি পরিবেশন করেন। নৃত্য পরিবেশন করে প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। সবশেষে মন তোমাতে ধায় শীর্ষক একটি গীতি আলেখ্য উপস্থাপিত হয়। সঞ্চালনায় রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী। সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণপুরুষ তথা সম্পাদক কৃষ্ণাশীময় বক্সী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মলিনা সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহ ও প্রতিভা বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছে।

কবিতা

নারী দিবসেও লাঞ্ছিতা হয় নারী

অশোকানন্দ

কারা ওকে পাগলী বানালো?
যারা রাতে ওর শরীরটা পেতে চায়,
লাভলি বলে, ফোয়ারা ওড়ায়
ক্ষুধা, বড় ক্ষুধা ওদের
বাসী পচা শয্যা কিছুতে যায় আসে না
টাটকা ফুল না হলেও আপত্তি নাই
ভদ্রবেশের আড়ালে বন্য পশুটা
হামলে লুটে পুটে খায়।
মুখোশের আড়ালে মুখ
নারী দিবস–ও তাই লজ্জায় মুখ লুকায়,
আর্ত দিনগুলো নীরবে কেঁদে যায়।

(হালতু, কলকাতা–৭৮)

নারীত্বের স্বাধীনতা

রীতা ঘোষাল

আমি চাই না হতে সীতা, দ্রৌপদীও নয়
অথবা কবির উপেক্ষিত মনহীন পত্রাবলী।
চাই নির্ভীক নারীত্বের সাহস, হরিণীর প্রতিরোধ,
দুঃখের শত্রু, মননশীলতার সমৃদ্ধি,
ভরাট নদীর দু–কূল ব্যাপী জননী সত্বা,
স্বামীর মুখ, সন্তানের শান্তির নীড়,
অসহায়ের নির্ভরশীলতা।
আর হতে চাই একটি কোকিল,
মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের আনন্দ
নিকেতন গড়ব বলে,
গান হয়ে বেজে উঠবো আকাশে,
বাতাসে অন্তরীক্ষে
আর চিত্রাঙ্গদার প্রার্থনায় পুরুষের অর্ধেক
মুক্ত পৃথিবীতে ভালবাসা দিয়ে, ভালোবাসা হয়ে॥

(পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা ৪১)

শিক্ষা

স্বস্তিকা ঘোষ

শেষের শিক্ষা কি ভোলা যায়!
বিচার পরিহাস হলে ব্যতিক্রমী গুটিপোকা
গুটি থেকে বেরিয়ে লীলাক্ষেত্রকে রক্তাক্ত করে।
প্রথম আলো যদি মদিরা পান করে,
দিকচক্রবালে রামধনু অনুষ্ঠিত
নৃত্যশৈলী শৈশবের প্রেমকে
যৌবন উদযাপনে বাধ্য করতে পারে না।
সোপান উন্নতিতে অদান রাখে,
নাড়ী–তন্তু নিরলস পরিশ্রমে কলকল তানে
স্রোতস্বিণী হয়ে —
প্রাকৃতিক ধাঁধার উত্তর দিতে পারে।

(দৌলতাবাদ, দঃ২৪ পরগণা)

মাটির কাছাকাছি

ভীম ঘোষ

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি সীমান্ত রেখায়,
কাঁটাতার বলে দিতে পারে,
ওপার এপার, পূর্বজন্মের ইতিকথা।
এ পৃথিবীর জীর্ণ শীর্ণ অন্ধকার,
মনে পড়ে দাগিয়ে যায় বুক।
আজ আর কোনো মানুষ বুক ঠেকিয়ে
বলতে পারে না আমি মাটির কাছাকাছি।
সামান্য কিছু পাবার নেশায় বিকিয়েছে জীবন–সত্বা
হাত দুটিতে মৃত মানুষের গন্ধ পাই।

(শতল, কলসা, দঃ ২৪ পরগণা)

জটিল হিসাব

দত্তা রায়

লোভের সমুদ্রে টালমাটাল আমি,
নিজের কাছেই অবশ
নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর টপকে যাচ্ছি,
কে আমায় বাঁধবে বল?
চোখের দৃষ্টি, মনের ফানুস,
নীল আকাশে ভাসমান,
অথচ নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই
আমি কেউ নই আর।
এত সোজা হিসাব, তবু,
জটিল অঙ্কে মন বসে না॥

(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

পঙ্কজ

কানাইলাল সাহু

পঙ্ক যদি লেগে থাকে পঙ্কজের গায়ে
তবুও পঙ্কজ লাগে দেবতার পায়ে
ক্ষণপ্রভা মেঘে ঢাকে যদি রবির আলো
তবু রবি থাকে চিরভাস্বর জ্যোতিষ্মান।
বাহিরে বসন্ত আসে, বসন্ত চলে যায়
অন্তরে বসন্ত জাগে চির দখিনা বায়
যেথায় আছে অব্যয় মধু জ্যোৎস্না
সেথায় রচিব বাসর শয্যা রচনা
সব লাজ টুটি রবে জেগে দুটি
প্রেম বিহ্বল হিয়া।

(দীনেশপল্লী, কলকাতা ৯৩)

আকাশ সূর্য

বিক্রমজিত ঘোষ

মেঘের ছায়া আজ সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে
তার অক্লান্ত পরিশ্রম থেকে
আজ যেন সে ছুটি নিয়েছে।
তার আর তেজ নেই —
পৃথিবীর প্রত্যেকটা কোণ থেকে
কেউ যেন মনে করিয়ে দেয়
ভোরের আলো ফোটার এটা পূর্ব–মুহূর্ত নয় —
সূর্যের আলো হয়তো আবার কাল দেখা দেবে
মেঘের ছায়াগুলো হারিয়ে যাওয়ার পর,
মেঘের আড়ালগুলো বিলীন হবার পর
সূর্যের জীবনীশক্তি জেগে উঠবে প্রতিক্ষণে॥

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১১০১)

তবুও যখন

শেফালী সরকার

তুমি তো ভাই দিব্বি আছো ঠাণ্ডা মেশিন ঘরে
তবুও যখন আমপানা খাই তোমায় মনে পড়ে।
তোমারও কী আমার মত এমন অনুভূতি
ভয় নেই, মনে না পড়লেও নেই কোন ক্ষতি।
আসলে তোমার সব কিছু আমূল বদলে গেছে
ছোট্টবেলার অম্লমধুর ঝগড়াঝাঁটি কখন হারিয়ে গেছে॥

(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

প্রেম বিষয়ক

তপন কুমার দাস

প্রেম হলো নদীর মতো
বয়ে যাওয়া গতি
বাধা পেলেও
তবু থামতে চায় না

(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদিয়া)

তুমি আমার

রতন নস্কর

তুমি আমার ভেংচি দুপুর
ধূপছায়া রঙ শাড়ি,
মেঘলাদিনে বাউল বিকেল
খুনসুটি আর আড়ি।
হাজার কথা বুকের মাঝে
ভোরাই পাখির গান,
তুমি আমার একতারা সুর
সাঁঝ বকুলের ঘ্রাণ
শীতের রাতের নকশীকাঁথা
বিন্নি ধানের খই,
মনের মতো নিবিড় কথা
তোমার সাথে কই।
ছলাৎ ছলাৎ তিতাস নদী
ছুটছে পথের বাঁকে,
ভালোবাসার আলো আশার
মিঠেল স্বপ্ন আঁকে॥

(সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বাজীগরের স্বপ্ন

তরুণ কুমার দাস

রাত্রি নিঝুম স্বপ্ন আসে চোখের পাতা বোজে।
আমার ছাতার কল্পনাতে তার বাজীগর খোঁজে
আলতো করে ঠোঁটে ছুঁয়ে স্বপ্ন আদর করে
মুখে তখন চাঁদের হাসি মুক্তো ঝরে পড়ে।
খুশির ঝিলিক চোখের কোণে আসবে জাদুকর
আলতো ছোঁয়ায় বিলায় আদর স্বপ্নের বাজীগর।
বদ্–তমীজ্ ওই ঘোড়ার পিঠে বেয়াদব সেই জন
লাগামছাড়া প্রেমের নেশায় জুড়বে দুটি মন।
ডাকছে দূরে ওই সুদূরে রাতজাগা এক পাখি।
প্রহর গুণে সময় হলো ঘুম ভাঙালো নাকি।
পাখির ডাকে বইলো বাতাস সুখের আতর ঝরে
স্বপ্ন আসে ঘুমের মাঝে তাকেই মনে পড়ে।
আঁধারকালো আকাশ মাঝে চাঁদের আলো জ্বলে।
উল্কা রূপে খসলো তারা আবেগের গাঁথা বলে
তিস্তারিণী স্বপ্নচারী ঘুমাও মনের সুখে
ভয় পেয়ো না আছি আমি সকল সুখে দুখে॥

(রাণাঘাট, নদিয়া)

ভেপারের অনশনে ড্রাম বাজছে

মৌনী মণ্ডল

আমি এখান থেকে যা পাচ্ছি, পাচ্ছি
মনোযোগ আমাকে তাদের আবছা করেছে
মাথা পজিশনে রাখার জন্য অন্ধকারে একা বসে থাকি
আমি অবাধ্য পিস্তল
পরপর কিছু করার জন্য আমাকে বানানো
মৃত্যু সংবাদ থালি মাখা একসঙ্গে হয়েছে—তবু
একদিন মাঝরাতে যে রকস্টার আমাকে খুঁজেছিল
আর এক অবাধ্য পিস্তল, নিজের বুলেটে আহত
চলে গেছে এইমাত্র, ভোরবেলা,
তার চেয়ে বয়সে বড়ো বন্ধু খবর দিল
সংবিগ্ন পাখিকূল কলকাতা বিষয়ক অজানা উড়ন্ত বস্তু
আজ বর্ষার দিন
হায় ভালোবাসি মেরুন সন্ধ্যালোক ॥

(বিজয়গড়, কলকাতা)

তুলিকা

সঞ্জয় কুমার নন্দী

মেঘ —
এঁকে যাই আকাশে ...
আকাশ এঁকেছি অনেক আগেই
সাদা–কালো–নীল মেঘ হেঁটে যায় বাতাসে
খসে পড়ে থাকা শুষ্ক নীরব মাটির বুকে
আরও গভীরে শেকড় যতো আছে গাছের
পাতালে যেতে চায় তুলির টানে ...
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি মাটির অলীক বুকে
আনাগোন চর প্রতিটি জীবনের তীরে
এলোমেলো করে সবই
তবু আঁকে তারই ছবি !

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

তখন এখন

মৃত্যুঞ্জয় হালদার

চখন করেছিলি অবহেলা
সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা
এখন যত বাড়ছে বেলা
মনে দুঃখ বসছে মেলা।
যার সাথে দিন কাটলো তোর
খুললো কি সে মনের দোর
তার জীবনে যুক্তি জোর
কাটলো কি তোর প্রেমের ঘোর।
দিগ্বিদিক চলছে খোঁজ
কোথায় মেলে একটি রোজ
জুটবে কবে মধুর ভোজ
মিটবে জ্বালা, নামবে বোঝ।
জুটছে না কোউ মনের মত
বাড়ছে মনে দ্বিগুণক্ষত
এভাবে দিন কাটবে কত
যাচ্ছে ফাগুন আগুন শত।

(গড়িয়া কলকাতা)

গ্রাম

অরুণ কুমার মান্না

গ্রামে বৃষ্টি এলে কাদা মাটির গল্প লিখি
শঙ্খলাগা সর্প বিষে বাঁচার মন্ত্র শিখি।
প্রেম কতদূরবিস্তৃত —আলপথ ধরে
হাঁটে সারারাত — অজানা অচেনা প্রান্তরে ।
কেউ জানে না মাটি চটকে এ গল্প কার
এত পদচিহ্ন আঁকা অতি চমৎকার !
এ গল্প গাছেরা শীঘ্র পাঠাট অন্য দেশে
অন্য ভাষার তরল রক্তে অনাবিল মেশে
গ্রাম ক্রমশঃ বড় হয় আকাশের মতো
তবুও শরীরের ভাঁজে শত সহস্র ক্ষত ।

(বিনগ্রাম, হুগলি)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি । কবিতা বা ছড়া (১২ ১ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ) । একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন । জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয় । প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন । যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

সিনিয়র সিটিজেন্

সুকুমার মণ্ডল

কলকাতা মেট্রোয় এক সকালে গড়িয়া বাজার থেকে উঠলেন এক মাঝবয়সি গ্রাম্য মানুষ। পরনে আধ–ময়লা পাজামা ও ফতুয়া, হাতে একখানা প্লাস্টিকের ডোরাকাটা ব্যাগে ঠাসা কি সব জিনিষপত্র। আমার পাশের খালি সিটে অতি জড়োসড়োভাবে বসে পড়লেন। ভাবখানা এমন যেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। দু'একটা স্টেশন যেতে না যেতেই কামরায় ভিড়। এক সুবেশ ভদ্রলোক আমার পাশে বসা মধ্যবয়সি মানুষটিকে

বললেন, এটা সিনিয়র সিটিজেন্স সিট...। ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগে গ্রাম্য মানুষটি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার ভারী বিরক্ত লাগল, ওনাকে দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে একজন বয়স্ক মানুষ...অথচ তাঁকে উঠিয়ে দেওয়া হল। কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটিকে বললাম, আপনি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন, আপনি কি সিনিয়র হননি? ভদ্রলোক তেমনি কাঁচুমাচু মুখে বললেন, আজ্ঞে বয়স আমার তেষট্টি। আমি পাল্টা বললাম, তাহলে সিট ছাড়লেন কেন! উনি বললেন, আসলে বাবু...আমি সিনিয়র বটে তবে সিটিজেন তো আর নই, গ্রামের মানুষকে সিটিজেন বললে চলবে কেন, বলুন!

আঁতস কাঁচে

দিল্লিতেই পন্থ

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস রেখে দিচ্ছে ঋষভ পন্থকে। হেড কোচ হিসেবে রিকি পন্টিং সরার পর পন্থকে নিয়েও তুঙ্গে উঠেছিল চর্চা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান দিল্লি ক্যাপিটালসেই অধিনায়ক পন্থ থাকছেন। ফলে যাবতীয় জল্পনায় ইতি পড়ল। তবে দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা নিয়ে বৈঠক হয়নি বলেই দাবি সৌরভের।

জয়ী ইস্টবেঙ্গলও

ডুরান্ডে অপ্রতিরোধ্য লাল হলুদ। টানা ২ ম্যাচে জয়। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ডাউনটাউন হিরোজ এফসির বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পায় ইস্টবেঙ্গল। লাল হলুদ ব্রিগেডের হয়ে একটি করে গোল করেন মাদি তালাল, স্পেনিয়ার্ড অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো এবং জেসিন টিকে। ডাউনটাউনের হয়ে একমাত্র গোল করেন আফরিন। ডার্বির আগে এই জয় স্বস্তি এনে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ১৪ আগস্ট এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। ১৮ আগস্ট ডার্বি। ২-১ এগিয়ে থেকে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। শেষমুহূর্তে গোল করে ব্যবধান বাড়ান জেসিন টিকে। প্রথমবার জেসিন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের হয়ে গোল করলেন।

চানুর স্বীকারোক্তি

খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু টোকিওর মতো পদক এনে দিতে পারেননি প্যারিসে। হতাশ ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু। কেন পারেননি, তা অবশ্য হতাশার সুরে বলেছেন তিনি। জানিয়েছেন, শারীরিক সমস্যাতে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল লড়াই। আসলে, প্যারিসে তাঁর পিরিয়ডসই ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। যদিও টোকিও অলিম্পিকের সময়ও একই সমস্যায় ভুগেছিলেন। তবু পদক এসেছিল। এবার পারেননি। মীরাবাই চানু বলেন, 'আমার পিরিয়ডসের তৃতীয় দিন চলছিল। টোকিও অলিম্পিকে ইভেন্টের দিন আমার পিরিয়ডসের দ্বিতীয় দিন ছিল। এর জন্য শরীরে কিছু তো পরিবর্তন হয়। অল্প দুর্বলতাও ছিল। তারপরও আমি সব রকম চেষ্টা করেছিলাম পদক জেতার। কিন্তু আমি পারলাম না।'

ক্লাবে ভাঙচুর

উত্তাল বাংলাদেশে জনরোষে রেহাই পায়নি ফুটবল ক্লাব গুলোও। ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানো হয় বাংলাদেশের বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ঢাকা আবাহনী এবং শেখ জামাল ধানমন্ডিতে। এই ২ ক্লাবে লাগাতার ভাঙচুর চালিয়েছে হামলাকারীরা। বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামালের হাতে গড়া আবাহনী ক্লাব। সেখান থেকে নিয়ে গেছে ক্লাবের সব ট্রফিও। জানা গেছে, ১৯৭২ থেকে এখন পর্যন্ত যত ট্রফি আবাহনী জিতেছে তার কিছুই আর ক্লাবে নেই। তছনছ করা হয় ক্লাবের এসি, ফ্যান, সিসিটিভি, টেবিল, চেয়ার, আসবাব, ফাইলপত্র। যে ক্যাশ টাকা ছিল তাও নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। টাকার পরিমাণ প্রায় ১০-১২ লাখ টাকা। বঙ্গবন্ধুর মেজ ছেলে শেখ জামালের নামে প্রতিষ্ঠিত শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবেও চলেছে ভাঙচুর।

হাফডজন গোল

নিজের জন্মদিনে হাফডজন গোলের জয় উপহার পেলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। ডুরান্ডে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে ৬-০ গোলে হারিয়ে ডার্বির মহড়াও সেরে রাখল সবুজ মেরুন। তাও দলের সেরা ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন ছাড়াই। এই ম্যাচেই সিনিয়র দলকে দেখে নেন মোলিনা। গোটা ম্যাচে প্রাধান্য নিয়ে খেলেই জেসন কামিন্স করেন জোড়া গোল। সবুজ মেরুন জার্সিতে অভিষেকেই গোল করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। গোল পান টম আলড্রেডও। বাকি দুটি করেন অনিরুদ্ধ থাপা ও লিস্টন কোলাসো।

অলিম্পিকে ভারতের পতাকা তুলে ধরলেন মনু-শ্রীজেশ

প্যারিস: অলিম্পিকের বর্ণময় পরিসমাপ্তি। পরের অলিম্পিক হবে ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে। ঘণ্টা আড়াই ধরে চলা চোখধাঁধানো সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যবনিকা পড়ল ৩৩তম সামার গেমসের। ভারতীয় অ্যাথলিটদের নিয়ে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। দেশের পতাকাবাহকের দায়িত্ব পেয়ে তাঁরা সম্মানিত বলে জানান মনু ভাকের ও পিআর শ্রীজেশ। প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল স্যেন নদীতে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যশালী স্তাদ দ্য ফ্রঁসে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ৭৫ হাজার ক্রীড়াপ্রেমী। ক্রীড়াবিদরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে।ফ্রান্সের বিখ্যাত সাঁতারু লিওন মার্চেন্ড লুভর মিউজিয়ামের কাছের গার্ডেন থেকে অলিম্পিক শিখা সংগ্রহ করেন একটি লণ্ঠনের মধ্যে। এরপর শিখা নিয়ে যাওয়া হয় স্টেডিয়ামের দিকে। ২০৫টি দেশের পতাকাবাহকরা একে একে অংশ নেন প্যারেডে।

পতাকাবাহকদের সঙ্গে ছিলেন ক্রীড়াবিদ, শেফ দ্য মিশন-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্যারেডের প্রথমে ছিলেন ফরাসি রাগবি তারকা অ্যান্টোইন ডুপন্ট। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পরিল্পনাও করেছেন টমাস জলি। ফরাসি সংগীতশিল্পী যাহো দে সাগাজান প্রথমে পারফর্ম করেন। স্টেডিয়ামের মধ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত মঞ্চে হাজির হন ২০৫টি দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানেই প্যারেডে অংশ নেন তাঁরা। প্যারিস অলিম্পিকে এবার অংশ নেন ১০,৭১৪ জন প্রতিযোগী। পদক তালিকার শীর্ষস্থান পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের ঝুলিতে গিয়েছে ৪০টি সোনা, ৪৪টি রুপো ও ৪২টি ব্রোঞ্জ। চিন পদক তালিকার দুইয়ে। চিন ৪০টি সোনা পেলেও রুপো ও ব্রোঞ্জ আমেরিকার চেয়ে কম।সমাপ্তি অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় রেকর্ডস। বিলি এইলিশ, স্নুপ ডগ, রেড হট চিলি পেপারস, এইচইআরের মতো আমেরিকান সঙ্গীত জগতের তারকারা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন। এর অন্যতম কারণ, পরের অলিম্পিকের আসর বসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে গ্র্যামি জেতা এইচইআর। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ, আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ। প্রথামতো প্যারিস অলিম্পিকের মশাল নিভিয়ে অলিম্পিক্স পতাকা তুলে দেওয়া হয় ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক আয়োজক কমিটির হাতে। ভারত এবারে অলিম্পিকে ১ রুপো সহ ৫ ব্রোঞ্জ জিতেছে। এরমধ্যে মনু ভাকের শুটিং থেকে পেয়েছেন জোড়া পদক।

১৩ সেপ্টেম্বর শুরু আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, যা গত মরসুম শেষ হওয়ার ১৩২ দিন পর শুরু হবে। অর্থাৎ, আইএসএল একাদশতম সিজনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এবং ভক্তরা আরেকটি উত্তেজনাপূর্ণ সিজন উপভোগ করতে পারবেন মাস খানেক পর থেকেই।মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট গত সিজনে লিগের সর্বোচ্চ ৪৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথমবারের মতো লিগ শিল্ড জিতে এ মরশুমে নামছে। অন্যদিকে, মুম্বই সিটি এফসি বর্তমান আইএসএল কাপ বিজয়ী, যারা গত মরসুমের আইএসএল কাপ ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে তাদের দ্বিতীয় কাপ শিরোপা অর্জন করেছিল। আইএসএল শিল্ড এবং আইএসএল কাপ জয়ের জন্য, লিগের দলগুলো আবারও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যাতে তারা সাফল্য অর্জন করে ইতিহাসে নিজেদের নাম লেখাতে পারে।

৪২০ কোটি টাকা খরচে এল ৬ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত স্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্ন ভঙ্গও হয়েছে। ভারত যত টাকা খরচ করে এক পা এগিয়েছে, ততদিনে অন্য দেশ এগিয়ে গেছে দু'পা। তাই ৪২০ কোটি টাকা খরচ করলেও, পদকের সংখ্যা কমেছে। আসেনি সোনাও। খারাপ লাগলেও, এটাই সত্যি। ৪২০ কোটি টাকা! এই যে নীরজ চোপড়া, যার কাছ থেকে সোনা আশা করেছিল দেশ, পাকিস্তান তারকার অবিশ্বাস্য ফর্মে তা বাস্তবায়িত হয়নি। নীরজ পেয়েছেন রুপো। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) তথ্য অনুযায়ী, নীরজের জন্য ৫.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আর অ্যাথলেটিক্সে সরকার সব নিয়ে খরচ করে ৯৬.০৮ কোটি। মীরাবাই চানু, ওয়েটলিফটিংয়ে একমাত্র প্রতিনিধি। অলিম্পিকের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে খরচ হয়েছে ২৭ কোটি টাকা! কুস্তি ঘিরে বিতর্ক একের পর এক। খরচ হয়েছে ৩৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা। টেবিল টেনিসে বরাদ্দ ছিল ১২.৯২ কোটি টাকা। শুরুতেই বিদায় নেওয়া টেনিসের জন্য ছিল ১.৬৭ কোটি টাকা। শুটিংয়ে ৩ ব্রঞ্জ এসেছে। মোট খরচ হয়েছে ৬০.৪২ কোটি টাকা। সাঁতারে প্রায় ৪ কোটি টাকা। ভারতীয় জুডোকা তুলিকা মান সেইভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই পারেননি। খরচ হয়েছে ৬.৩৩ কোটি টাকা। রোয়িংয়ে খরচ ৩.৮৯ কোটি টাকা। গল্ফে খরচ ১.৭৪ কোটি টাকা। সেলিংয়ে খরচ ৩.৭৮ কোটি টাকা। আর্চারিতে লড়াই করলেও শেষপর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্টই হয়েছেন দীপিকারা। খরচ হয়েছে ৩৯.১৮ কোটি টাকা।

আনোয়ার বরণে লাল হলুদ ভক্তদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবারই ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির কাছ থেকে এনওসি পেয়ে গিয়েছিলেন। শর্তসাপেক্ষে অন্য ক্লাবে সই করতে পারেন আনোয়ার আলি। ২২ তারিখ আর এক দফার শুনানি। তার আগে যে কোনও ক্লাবে আনোয়ারের সই মানে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ইস্টবেঙ্গল ঘুঁটি আগেই সাজিয়ে রেখেছিল। সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। সন্ধে হতেই বিমানবন্দরে ভিড় জমতে শুরু করে। ধীরে ধীরে লাল-হলুদ পতাকা দখল নেয় বিমানবন্দর চত্বর। আবির, তাসা, ঢোল, স্লোগানিংয়ে গমগম কলকাতা বিমানবন্দর। চণ্ডীগড়ের ফ্লাইট কখন কলকাতার মাটি ছোঁয় সেই অপেক্ষায় সমর্থকরা। ৩ নং গেটের বাইরে প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল আনোয়ারকে বরণ করতে। শেষ কবে কোনও দেশিয় ফুটবলারের জন্য এত ভিড় দেখেছে বিমানবন্দর চত্বর? উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে অনেক বছর আগে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করলেন না। আনোয়ারকে বের করা হল অন্য গেট দিয়ে। পঞ্জাব তনয় অবশ্য ঠিক দেখে নিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকদের ভিড়। হাত তুলে সমর্থকদের আশ্বস্তও করে ফেলেছেন। দিল্লি

এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজও এসেছেন। আনোয়ারকে লাল-হলুদ উত্তরীয়তে বরণ করে নিলেন ক্লাবের দুই সদস্য। ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টিমের সঙ্গে যুক্ত ম্যানেজমেন্টের এক সদস্যও ছিলেন বিমানবন্দরে ঠিক এক মাস আগে ১১ জুলাই চণ্ডীগড়ে আনোয়ার আলিকে প্রাথমিক চুক্তিপত্রে সই করিয়ে চমক দেখান ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার আর ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়। ৭২ ঘণ্টার অপারেশনে আনোয়ার ডিল ফাইনাল করেন দুই লাল-হলুদ কর্তা। এরপর তোলপাড় হয়ে যায় ময়দান।

জেলায় জেলায় টক্কর

দাঁইহাটে অত্যাধুনিক স্যুইমিং পুলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস এম পি'র

দেবাশিস রায় : অর্ধ শতাধিক বছরের পুরনো পুরশহর দাঁইহাটের বুকে একটি অত্যাধুনিক স্যুইমিং পুল তৈরির যে দাবি তুলেছে এলাকার বাসিন্দারা এবার সেটিকে মান্যতা দিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ শর্মিলা সরকার।মূলত শিশুদের সাঁতার শেখার প্রয়োজনেই এই স্যুইমিং পুলের দাবিটি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।ইতিমধ্যেই এপ্রসঙ্গে পুরসভা কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় শহরবাসীর এই দাবিটির প্রতি সহমত পোষণ করেছেন এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে এম পি ডাঃ শর্মিলা সরকারের সঙ্গে যথাবিহিত যোগাযোগের আশ্বাস দিয়েছেন।পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই শহর একসময় কাঁসা-পিতল শিল্প, প্রস্তর খোদাই শিল্প সহ বাণিজ্য ক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিল।এখন সেসব অতীত।বর্তমানে শিল্পবিহীন এই শহরের আনাচকানাচ মেঠোজমি, বাঁশবাগান, খানাখন্দ, জলাভূমি আর ঝোপঝাড়ে ভরা।শহরজুড়ে অসংখ্য পুকুর রয়েছে।তবে, সংস্কারের অভাবে বেশ কিছু পুকুর মজে যাওয়ার উপক্রম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটা সময় শহরের এই পুকুরগুলিতেই সারাটা বছর সাধারণ মানুষের স্নান করা সহ সাঁতার কাটার সুযোগ ছিল।সাঁতারের পাঠে আগ্রহী হত শিশুরাও।এখন সেইসব পুকুরের অধিকাংশ তার স্বাভাবিক পরিবেশটাই হারিয়ে ফেলেছে।একসময়ের টলটলে জলের পুকুরজুড়ে এখন আগাছা, নোংরা-আবর্জনা, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, সাপ প্রভৃতির আস্তানা।পাঁকে ভরা ওইসব পুকুরের দূষিত জলে নামতেই ভয় পায় সকলে।সেখানে নবীন প্রজন্মকে সাঁতারের পাঠ শেখানো'তো দূরের কথা!এ প্রজন্মের শহুরে শিশুদের কাছে পুকুরে নেমে সাঁতার কেটে জল তোলপাড় করার মজাটাই অধরা।শরীরকে সবদিক থেকে সুস্থ এবং চাঙ্গা রাখার পাশাপাশি আপতকালীন ডুবন্ত পরিস্থিতিতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাঁতারের কোনও বিকল্প নেই।সাঁতার না জানার কারণেই প্রতিবছর অসংখ্য তরতাজা প্রাণের সলিলসমাধি ঘটে।তাই সবদিক থেকে গুরুত্ব অনুসারে এখন অভিভাবকদের অনেকেরই মধ্যে সন্তানকে প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাঁতারের যথাযথ পাঠ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।এইসব অভিভাবক সন্তানের স্বাস্থ্য সহ সার্বিক সুরক্ষার দিক বিবেচনা করে অত্যাধুনিক স্যুইমিং পুলের দিকে ঝুঁকছেন।এবার সেই পথেই হাঁটতে গিয়ে দাঁইহাটবাসীকে থমকে যেতে হচ্ছে।দীর্ঘদিনের পুরনো এই পুরশহরে কোনও স্যুইমিং পুল নেই।ফলে, নতুন প্রজন্মের শিশুদের অনেকেই সাঁতার শেখার যথাযথ পাঠ থেকে বঞ্চিত।দাঁইহাটবাসী এতদিন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও এই গুরুতর বিষয়ে কোনওরকম তাগিদ অনুভব করতে না দেখে যথেষ্টই অবাক হয়েছেন।শহরবাসীর অনেকেরই দাবি, পুকুরের জলে নেমে শিশুদের সাঁতার শেখার মতো পরিস্থিতির এখন আর নেই।দাঁইহাটে একটা স্যুইমিং পুল তৈরি হলে শিশুরা সাঁতার শিখতে পারবে।

সম্প্রতি, এপ্রসঙ্গে এলাকার এম পি ডাঃ শর্মিলা সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।তিনি দাঁইহাটবাসীর স্যুইমিং পুলের দাবিটি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করার পর সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন।এম পি বলেন, আমার কাছে যদি দাঁইহাট পুরসভার পক্ষ থেকে স্যুইমিং পুল তৈরির কোনও প্রস্তাব জমা পড়ে তাহলে যথাযথভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে। পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়কে দাঁইহাটবাসীর স্যুইমিং পুলের দাবি প্রসঙ্গে এম পি'র সহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা জানাতেই তিনিও এপ্রসঙ্গে দ্রুত যথাবিহিত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।এখন এটাই দেখার যে দাঁইহাট পুরসভা কত দ্রুত উদ্যোগে নেয়।শিশুরা কবে স্যুইমিং পুলের টলটলে জল সাঁতরে তোলপাড় করে তুলতে পারে এখন সেটাই দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন অভিভাবকরা।

সুলতানপুরে উৎসবের আবহে মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সুলতানপুর অঞ্চলের রসুলপুরে উৎসবের আবহে ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল একদিবসীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। রসুলপুর ময়দানে আয়োজিত এই জমজমাট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জেলার মোট আটটি ফুটবল টিম। নজরুল স্মৃতি সংঘ আয়োজিত নকআউট ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই জমজমাট খেলার উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তরুণ দে প্রমুখ। এদিন তারা মাঠে নেমে মহিলা ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় হাজার খানেক দর্শক করতালি দিয়ে সকলকে অভিনন্দিত করেন। রসুলপুরে এই প্রথমবার এক দিবসীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয়। শহরের ঝাঁ চকচকে বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা থেকে একাধিক ক্ষেত্রে কার্যত পিছিয়ে থাকা এক জনপদ রসুলপুর। সেখানে প্রতিবছরই এ-সময় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অর্ধ শতাধিক বছর ধরে ১৫ আগস্ট যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় এবারে তার আগেই এই মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের জমজমাট আসর বসানোকে কেন্দ্র করে এলাকায় সর্বস্তরে একটা আলাদা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ক্রীড়ামোদী নবকুমার সিং বলেন, আমাদের এলাকায় আগে কখনও মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের এরকম জমজমাট আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। নজরুল স্মৃতি সংঘ পরিচালিত এদিনের নকআউট মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে ফাইনালে ওঠে হুগলির পাণ্ডুয়া একাদশ এবং নদিয়ার নবদ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব। ১৬ আগস্ট পুরুষ এবং মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা।

অলিম্পিকের ১০ সেরা ঘটনা

জোকোভিচের অর্জন, জোকোভিচের কান্না

◆৩৭ বছর বয়সে এসে প্রথম অলিম্পিক সোনা। ফাইনালে কার্লোস আলকারাজকে হারানোর পর রোঁলা গাঁরোতে যে গর্জন করেছিলেন সার্বিয়ান তারকা, তা প্রতিধ্বনিত হয় পুরো রোঁলা গাঁরোয়। তবে এরপরই দেখা যায় ভিন্ন এক জোকোভিচকে। মাত্র পঞ্চম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন স্ল্যাম' (চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ও অলিম্পিক সোনা) জেতার পর খেলোয়াড়দের বক্সে স্ত্রী ইয়েলেনা ও দুই সন্তানকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইতিহাসের সফলতম টেনিস খেলোয়াড়।

বাইলসের কুর্নিশ

◆সিমোন বাইলসের গল্পটা অন্য রকম। জিমন্যাস্টিকের সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন এবার তিনিই। তবে ফ্লোর ফাইনালে ব্রাজিলের রেবেকা আন্দ্রেড সোনা জেতার পর তাঁকে কুর্নিশ করেন বাইলস। যুক্তরাষ্ট্রের তারকা বলেন, 'এটাকেই উপযুক্ত মনে হয়েছে। রেবেকা দুর্দান্ত, সে-ই রানি।' প্রাথমিকভাবে বাইলস রুপো ও তাঁর স্বদেশী জর্ডান চাইলস ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে কোর্ট অব অ্যারবিট্রেশন ফর স্পোর্ট ব্রোঞ্জটি দেয় রোমানিয়ার আনা বারবোসুকে।

ফটো ফিনিশ

◆ আধুনিক অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ব্যবধানে নির্ধারিত হয় এবারের ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ফাইনালের বিজয়ী। জামাইকার কিশান টম্পসনকে এক সেকেন্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের ব্যবধানে হারান যুক্তরাষ্ট্রের নোয়াহ লাইলস। যেটি নির্ধারিত হয় ফটো ফিনিশে। লাইলস এসেছিলেন ট্রেবল জয়ের আশা নিয়ে। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে, ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে অংশই নিতে পারেননি আর।

ক্রিকেট নেই তো কী!

◆অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরবে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে। তবে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁঝ দেখা গেছে এবারও। অলিম্পিকে পাকিস্তানের ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম কোনো সোনা এনে দিয়েছেন জ্যাভেলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিম। অলিম্পিক রেকর্ড ৯২.৯৭ মিটার থ্রো করেন তিনি। টোকিওতে সোনা জেতা ভারতের নীরাজ চোপড়া পান রুপো। নাদিম পরে বলেন, 'ক্রিকেট ম্যাচ বা অন্য খেলায় দুই দেশের দ্বৈরথ আছে। তবে আমাদের খেলা দেখা এবং আমাদের অনুসরণ করাটা তরুণদের জন্য ভালো। দুই দেশের জন্যই এটি ইতিবাচক।'

সেলফি যখন ভাইরাল

◆ উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে 'ঐক্য' ব্যাপারটা ঠিক নিয়মিত ঘটনা নয়।

টেবিল টেনিসের মিশ্র ইভেন্টে পদক বিতরণীর মঞ্চে দুই দলের খেলোয়াড়দের সেলফিতে প্রকাশ পায় সেটিই।

সোনা জেতা চিনের পেছনে থেকে রুপো জেতে উত্তর কোরিয়া, ব্রোঞ্জ জেতে দক্ষিণ কোরিয়া।

লোপেজের 'হাই ফাইভ'

◆ একই ইভেন্টে টানা পাঁচটি সোনা—এর আগে অলিম্পিক এমন কিছু দেখেনি। এবার সে কীর্তিই গড়লেন কিউবার কুস্তিগির মিহাইন লোপেজ। তিনি ছাড়িয়ে যান কার্ল লুইস ও মাইকেল ফেলপসের মতো কিংবদন্তিকে। শিগগির ৪২ পূর্ণ করবেন লোপেজ। টানা পঞ্চম সোনা জয়ের পর ম্যাটের মধ্যে নিজের জুতাজোড়া রেখে ইঙ্গিত দেন, এটাই শেষ! এরপর বলেন, 'কুস্তিই আমার জীবনের ভালোবাসা। এক জীবনের ভালোবাসা।'

সেলফি যখন ভাইরাল

◆ এবারই প্রথম স্টেডিয়ামের বাইরে হয়েছে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। স্যেন নদীকে ঘিরে ছিল এ আয়োজন। বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছিল অ্যাথলেটদের প্যারেডে। তবে বড় বিতর্ক ছিল অনুষ্ঠানের একটি অংশ নিয়ে।

ট্রিউয়ের স্বপ্নযাত্রা

◆১৪ বছর বয়সেই সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার স্কেটবোর্ডিংয়ের নতুন তারকা অ্যারিসা ট্রিউ। দেশটির সর্বকনিষ্ঠ সোনাজয়ী এখন তিনিই। সে ইভেন্টে ছিলেন চিনের ১১ বছর বয়সি ঝেং হাওহাও-ও। যিনি অলিম্পিকে অংশ নেওয়া দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী।

লিঙ্গ বিতর্ক

◆ 'আমার অংশ নেওয়ার পুরো যোগ্যতা আছে, আমি অন্য যেকোনো নারীর মতোই। আমার জন্ম নারী হিসেবে, বেড়ে উঠেছি নারী হিসেবে, অংশও নিয়েছি নারী হিসেবে'—কথাগুলো আলজেরিয়ার বক্সার ইমানে খেলিফের। সোনা জেতার পর সমালোচকদের 'আক্রমণের' জবাব দিতে এসব কথা বলেন তিনি। লিঙ্গ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন বলে তাইওয়ানের লিন ইউ-টিংয়ের মতো খেলিফকে গত বছরের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার অংশ নেন দুজনই।

'দ্য নেম ইজ দিকেচ'

◆ রাতারাতি অনলাইনে ঝড় তুলেছিলেন তুরস্কের শুটার ইউসুফ দিকেচ। চোখে সাধারণ চশমা, পরনে টি-শার্ট আর বাঁ হাত পকেটে গোঁজা—৫১ বছর বয়সী দিকেচের এ স্টাইল ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই। পিস্তলটি ছাড়া অন্যান্য শুটারদের মতো সে অর্থে বিশেষায়িত কোনো গিয়ারই ছিল না তাঁর। জেমস বন্ডের অনুসরণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন দিকেচকে নিয়ে পোস্ট করেন, 'দ্য নেম ইজ দিকেচ। ইউসুফ দিকেচ।'

জীবন যুদ্ধের পাশাপাশি কুস্তির লড়াইয়েও সফল আমন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা' দেখতে ভালবাসেন তিনি। তবে জীবন তো আর কমেডি নয়! তাই সংগ্রামটা শুধু কুস্তির ম্যাটেই নয়, ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিকে পদকজয়ী আমন সেহওয়াতের লড়াইটা জীবনেরও। অলিম্পিকে ব্রঞ্জ জিতেছেন, জিতে গেছেন জীবনযুদ্ধেও। যাঁদের পদক উৎসর্গ করলেন, তাঁর মা-বাবা, তাঁরা কেউ জানতেই পারেননি কুস্তিগির হয়ে গেছেন তাঁদের ছেলে আমন। শৈশবেই হারিয়েছিলেন বাবা, মা দুজনকেই। তারপর থেকে যাত্রাপথ খুব কঠিন হয়ে যায় সেরাওয়াতের। যদিও সবসময় পাশে পেয়েছেন নিজের কাকাকে। ২০০৩ সালে হরিয়ানার বিরোহারে জন্মগ্রহণ করেন আমন। সেখানেই বড় হওয়া। ১১ বছর বয়সে মা এবং ১২ বছর বয়সে বাবাকে হারান। মৃত্যুর আগে তাঁর বাবা কুস্তির প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে ছত্রসল স্টেডিয়ামে ভর্তি করেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে কুস্তিতে উন্নতি হতে থাকে আমনের। এই স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণ নিয়েই সুশীল কুমার, যোগেশ্বর দত্ত, রবি দাহিয়া এবং বজরং পুনিয়া অলিম্পিকে পদক জয় করেছিলেন। বর্তমানে আমনও সেই তালিকায় নাম লেখালেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ব্রঞ্জ পদক (ব্যক্তিগত ভাবে) জেতেন আমন। অলিম্পিকে ব্রঞ্জ জয়ও সহজ ছিল না আমনের কাছে। কারণ তাঁর ওজন ৪.৫ কেজি বেড়ে যায়। কঠোর পরিশ্রম করে ৪.৬ কেজি ওজন কমিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chet